প্র কা শ না র ২১ ব ছ র

[চাপাবাজি না!]

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা

উন্মাদ

সম্পাদক/প্রকাশক
আহসান হাবীব

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
ইশতিয়াক হোসেন
কাজী খালিদ আশরাফ

নির্বাহী উন্মাদক
কাজী তাপস

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান
আজিজুল আবেদীন

সহকারী উন্মাদক
জুলকারনিন জাহাঙ্গীর

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর মজুমদার

বিভাগীয় প্রধান নির্বাহী ◆ সাজ্জাদ কবীর

অংকন বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার উপদেষ্টা	কম্পিউটার গ্রাফিকস্
তারিকুল ইসলাম শান্ত	হাসান খুরশীদ রুমী	মোমেন রহমান	মুস্তাফিজুর রহমান	জাফর সাদেক মাহমুদ
তানভীর ইবনে কামাল	ইলিয়াস খান	ওবায়দুল গনি চন্দন	সাজ্জাদ খান	
মেহেদী / মুনির হাসান	সুলতানুল ইসলাম	মাহবুবুল আলম মাসুদ		
সৈয়দ সাইদ	জাহাঙ্গীর আলম ইরেন			

শিল্প নির্দেশনাঃ মোঃ আরিফ হোসেন

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্রের নাম নিতান্তই কাল্পনিক। বিদ্রুপ ছাড়া কারো নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে মিল সহসা ঘটনাচক্রের সংঘটন মাত্র।
এই পত্রিকা কেবলমাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলিয়া গণ্য হইবে। তার জন্য সম্পাদক / প্রকাশককে কোনক্রমেই দায়ী করা যাইবে না।

কম্পোজ ঃ উন্মাদ কম্পিউটার ০ মুদ্রণে ঃ মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স. ১২,বনগ্রাম লেন, ঢাকা।

http :// www.bd world.net/unmad

উন্মাদ মাসিক কার্টুন পত্রিকা রেজিঃ নং - ডিএ ৬১২

৫০, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা - ১১০০

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা!

আবে ঐ উন্মাদ!

১২৮ সংখ্যার গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে তোর পশ্চাৎদেশে টাটাবিদ্ধ হওয়া এবং পরে এক হুজুরের বউয়ের সাথে দৃশ্য দর্শনের নামে উঁকি মারার কারণে উক্ত হুজুর কর্তৃক আবার পশ্চাৎদেশেই ১১০ দোররা খাওয়া- ওরে বাবা কি ভয়ানক ঘটনা! এতোদিন জানতাম তোর শুধু মুলার মতো দাঁত আছে কিন্তু টাটাবিদ্ধ হবার পর যখন তোর পরচুলা উড়ে গেলো তখনই বুঝলাম তুই একটা চান্দিছিলা! কি দরকার ছিলো গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে বেশি আগ্রহ দেখাবার। বর্তমানে তুই কোন্ হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি আছিস তা জানাবি। ডাব, কলা ও পচা ডিম নিয়ে তোকে দেখতে যাবো। ভবিষ্যতে পরিদর্শনে গিয়ে সাবধানে থাকিস।

ইতি

আসাদোন্মাদ (আসাদ+উন্মাদ)
৮/১৬/১, হাফিজুল্লাহ্ রোড,
বেগম বাজার, ঢাকা- ১১০০।

মিটিলো মোর পিরিতের সখ

— মোহাম্মদ আতাহার আলী (আসিফ) —

ভাবীর ছোট বোনকে দেখে
হৃদয়ে লাগে ঘা-
"ভায়ে ভায়ে আমরা ভাই আর
বোনে বোনে জা?"
চাঁদপনা ঐ বদন দেখে
মুগ্ধ হয়ে যায় মন,
মায়ায় ভরা চাহনি আর
শুভ্র দু'টি পা।
বুকের ভেতর তবলা বাজে
তাক্ ধিনা ধিন তা,
মনের কথা বলবোই, না
মাটি হউক না।
সামনে গিয়ে মুখ দিয়ে আর
বের হয় না রা,
জড়িয়ে যায় মুখের কথা,
বলি... "ভা-ভা-
-ভালবাসি। তোমায় ছাড়া
প্রাণেই বাঁচবো না।"
কিন্তু কপাল। শুনে ফেলেন
ভয়ংকরী, খান্ডারণী,
পেত্নীমুখী মা!
চেঁচিয়ে উঠে করেন তাড়া
উঁচিয়ে হাতে দা।
কোন মতে প্রাণে বাঁচি
দৌড় দিয়ে চোঁ-চাঁ,
কসম কাটি' জীবনে আর
প্রেম করবো না।

কাঙ্ক্ষিত ডাকাত,

আশাকরি, বছরের শ্রেষ্ঠ ডাকাতি করে এখন বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছো। আমি তোমাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ডাকাত বলে মনে করি। কারণ, তুমি মাত্র ৪-৫ দিনের মধ্যে সারা বাংলায় ডাকাতি করে বেশ মালপানি কামাতে পারো। আর আমরাও নিরেট মূর্খের মত তোমার বিছানো ফাঁদে পা দিতে ভুল করি না। তবে উন্মাদ পড়ার পর তা আর ডাস্টবিনে ফেলা যায় না। কারণ, টাকার মূল্য পাগলেও বুঝে। আর আমরা তো পাগলের পর্যায়েই পড়ি। সব ডাকাতকেই একদিন জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু, আমি "উন্মাদের কসম" খেয়ে বলতে পারি তোমাকে কোনদিন জবাব দিহি করতে হবে না। কারণ, তুমি আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত। যত ডাকাতিই তুমি কর না কেন আমরা প্রতি মাসে ১৫ টাকা নিয়ে তোমার অপেক্ষায় হাসিমুখে বসে থাকবো। কিন্তু, সে হাসিমুখ তোমাকে পড়ার পর আর থাকবে কিনা সে সম্পর্কে আমরা কোন চিন্তা করি না। তবুও আমার অনুরোধ রইল তোমার প্রতি তুমি দয়া করে তোমার মূল্য কমাও। ভালচিঠি সবার পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু, খারাপ চিঠি পড়তে ভাল লাগে না। তাই, তোমাকে খারাপ চিঠি লিখে তোমার মন খারাপ করলাম না। তবে এরপর যদি আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়, তবে তুমি আমার চিঠি কিন্তু হজম করতে পারবে না। তাই, সাবধান! জলদি দাম কমাও।

ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু (নাকি শত্রু?)
"রানা"
ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা,
ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

জিমিকে নোটিশ দিচ্ছি

রুমানা রহমান (রিমি)

জিমি মিয়া তুমি দেখছি
নওতো মোটেও ভাল,
চারুকলার ময়লা গায়ে
লাইফবয় প্রাণ ডলো।

ছন্দ মিলের জন্যইতো
করেছি তুই তোকারি,
খুব কি কষ্ট পেয়েছিলে?
I am very very sorry.

ঠিকানা তোমায় দেবো আমি
নইতো অমন বোকা,
দশ বারো বার ছ্যাকা খেয়েছো
খোলাব তোমার ছাঁকা।

অনার্স ১ম বর্ষে আমি
পড়ছি সবে মাত্র.

বিয়ের সময় হলে
পাওয়া যাবে অনেক পাত্র।

চেহারা আমার নয়তো খারাপ
লাম্বা পাঁচ ফুট তিন
প্রেম পীরিতি ছাড়াই আমারি
কাটছে ভালই দিন।

জিন্স গেঞ্জি দেখলে পরেই
দুচোখ বুজি আমি,
সইতে পারি নামে মোটেও
হয়যে ভীষন বমি।

অন্যদের হালাত দেখেই
পেয়েছি আমি শিক্ষা,
তাইতো আমার আগ্রহ নেই
পেতে প্রেমের দীক্ষা।

বাস্তবতায় বিশ্বাস আমার
নয়তো কল্পলোকে,
তোমার কথায় ছাড়ব কেন
পড়া 'উন্মাদ'কে?
৮৭ থেকে বাসায় মোরা
কিনছি 'উন্মাদ'
তাকে কি আর দিতে পারি
লোকের কথায় বাদ।

প্রিয়ার উন্মাদ,

কেমন আছ? নিশ্চই ভাল। তোমার উন্মাদনায় উন্মাদীত হয়ে যখন তোমার ১২৮ নং সংখ্যাটি কিনে বাসায় এলাম। বিছানায় বসে মনের আনন্দে পড়তে লাগলাম। হঠাৎ মামা এসে বললেন, 'কিরে পাখা, উন্মাদ পড়ে আর কতোদিন?' আমি বললাম, 'মানে?' মামা বললেন, 'এবার একটা বিয়ে টিয়ে কর।' আমি বললাম, 'বিয়ে! দুঃখ জনক হলেও সত্যিযে, পচিশ বর্ছর অতি বাহীত হচ্ছে এখনো কারো প্রেম পত্র পাইনি; আমার জীবনে প্রেমই আসেনি আবার বিয়ে।' মামা বললেন, কেন? আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ বৃষ্টি ছবির মধ্য যে ভাবে নায়ক নাইকার না দেখে প্রেম হয়। ঠিক সে ভাবে আমার জীবনে আসবে প্রেম' মামা বললেন, 'বাহঃ ভাগিনা বাহঃ, গুড আইডিয়া। তুমি এক কাজ করো। তোমার কথা গুলো উন্মাদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো দেখবে, তোমার চিঠি পড়ে কোন এক উন্মাদীনি, তোমার সুন্দর মনের মানুষ হয়ে তোমাকে প্রেমপত্র লিখছে। আমি মামাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, উন্মাদীনিদের উদ্দেশ্যে লিখছি, হৃদয়ের তপ্ত আঙ্গিনা সিক্ত করার অভিপ্রায়ে কোন উন্মাদীনি সু-হৃদয়া লিখবেন কি?'

উজ্জ্বল আহমেদ
১২-সি, নীচতলা
মৌচাক মার্কেট, ঢাকা-১২১৭

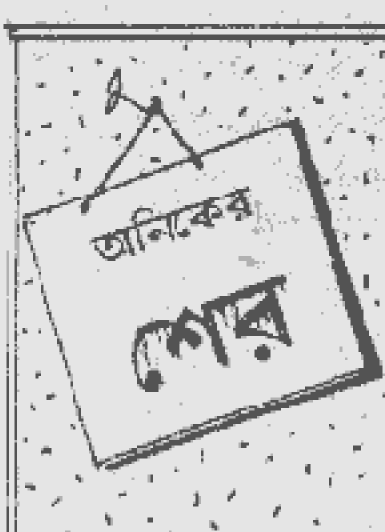

তোমার জন্য ঘর ছাড়ি
বিক্রি করি জমি ও-
তুমি আজও ওসই তুমি,
আমি? দেওলিয়া রোমিও!!!

—●—

প্রথম যেদিন তোমায় দেখি,
মনে হলো চাঁদ...
এখন বুঝি ফতুর হয়ে-
সেটা ছিল ফাঁদ।

—●—

মনে পড়ে প্রথম দিনের
সেই মিষ্টি চড়...
যার জন্য আজকে আমি
সেই তোমারই বর!!!

তুমি আমার ভালোবাসা
তুমি আমার পেয়ার,
তুমি আমার টেবিলের-
ভাঙ্গা পায়ার চেয়ার।

—●—

তোমার মুখের কথাগুলো
শুনতে যেন মধু,
ঠিক তেমনি বদন তোমার
চাল কুমরা - কদু...

—●—

প্রতি ওয়াক্তে তোমার জন্য
করি দোয়া মঙ্গলে...
খোদা যেন আমায় বাচায়,
তোমায় নেয় জঙ্গলে।

—●—

দোলনা থেকে কবর অব্দি
ভুলবোনাতো তারে...
৮০০টাকা কমতো নয়-
কে ভুলতে পারে?

নুহাশ

মমিনুল ইসলাম

ঝুনা বুড়ি ঘোড়া পোষে
বুড়ি কালের কপাল দোষে।
সেই বুড়িটা নিয়ে ঝুড়িটা
মাঠ-ঘাট, খাল-বিল পেরিয়ে
পাথরঘাটা বাঁদর হাটা।
শালবনে-দূর গ্রাম ছাড়িয়ে-
যাচ্ছে তো- যাচ্ছে তো-
যাচ্ছে তো- যাচ্ছে তো-
কাটতে ঘোড়ার ঘাস!
হঠাৎ পথে কুড়িয়ে পেল
একটি নুহাশ!
ড্যাব-ড্যাবে চোখ
ট্যাপ-ট্যাপে মুখ
(আহা) আকাশ ভাঙা কনকরাঙা।
চাঁদের কণা
যেন গুপ্ত ধনের কলসি ছেঁচা
কাঁচা সোনা।
নয়তো রাজহাঁস নয় বালিহাঁস
নয় সে পাতিহাঁস
কুড়িয়ে বুড়ি নিয়ে এলো
ছোট্ট সে নুহাশ।
ঝুনা বুড়ি ভাঙা ঘরে লুটিয়ে থাকে
নুহাশটাকে ছেঁড়া কাঁথায় গুটিয়ে রাখে।
মাস গেলো- বছর গেলো
ছোট্ট নুহাশ বড় হলো-
তারপর?
কি খবর?
দুপুরবেলা ভিজিয়ে ছোলা
বুড়ি ডাকে ঘোড়াটাকে
ঘোড়া তো নেই ঘোড়া কোথায়?
পড়লো আকাশ বুড়ির মাথায়!
যাচ্ছে নুহাশ ঘোড়া ছুটিয়ে
নুহাশ নুহাশ বুড়িমা ডাকে
কে ফেরাবে নুহাশটাকে?

উন্মাদ

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

উন্মাদ, উন্মাদ আমি তোকে
কত ভালবাসি,
তোর দাঁত দুটো খুবই বড়
কি সুন্দর তোর হাসি।

হাসি দেখে ভুলে যাই
পনের টাকার শোক,
উন্মাদের উন্মাদনায়
ভরে যায় বুক।

টাকার শোক না হতেই শেষ
প্রতি মাসের উন্মাদনায়
থাকি বড় বেশ।

বিড়ম্বিত বড়

মোঃ কামরুল ইসলাম (কমল)

আমি যখন ছোট্ট ছিলাম
ছিলাম অনেক ভাল,
কেন যে ছাই বড় হলাম
ভাল হলো আজ কালো।
ছোটি বেলায় বাবা ডেকে
আমায় করতো আদর,
এখন আমায় দেখলে বলে
কোথায় থাক বাদর।
রোজ বিকেলে বাবার হাতে
দেখতে পেতাম মিষ্টি,
আর এখন সেই মিষ্টি যেন
রাগের করে সৃষ্টি।
ছোট বেলায় রোজ বিকেলে
খেলতে যেতাম মাঠে,
বিকেল বেলা দেখলে এখন
বলে! যাও কোন ঘাটে?
সন্ধ হলেই ছোট্ট বেলায়
যেতাম পড়ার মাঝে,
বন্ধু নিয়ে মজা করি
এখন সন্ধ সাজে।
তাই তোমাদের বলে রাখি
হয়ো না আর বড়।
তাও যদি চাও বড় হতে
যাও গিয়ে মর!

লোডশেডিংয়ের ছড়া

মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম

রাতের বেলা পড়তে বসি যখন
মনটা আমার কেমন করে তখন,
কারন থাকে না যে
বিজলী বাতির আলো,
লোডশেডিংয়ের জ্বালায় তখন
সবই আঁধার-কালো।
ফ্যানটা থাকে বন্ধ
শরীর থেকে আসে তখন
ঘামের বিকট গন্ধ।
হয়না পড়া, আসেনা ঘুম
গরমেতে ভুগি,
এমনিভাবে দিনে দিনে
যাচ্ছি হয়ে রুগী।
মোমবাতি আর কেরোসিনের
দাম প্রতিদিন বাড়ে,
দাম বাড়লেও এদের ছাড়া
না কিনে কেউ পারে।
ভেবেছি তাই কিনবো এবার
কেরোসিনের ড্রাম,
কারণ-
ঢাকা এখন দিনে শহর
রাতের বেলা গ্রাম।

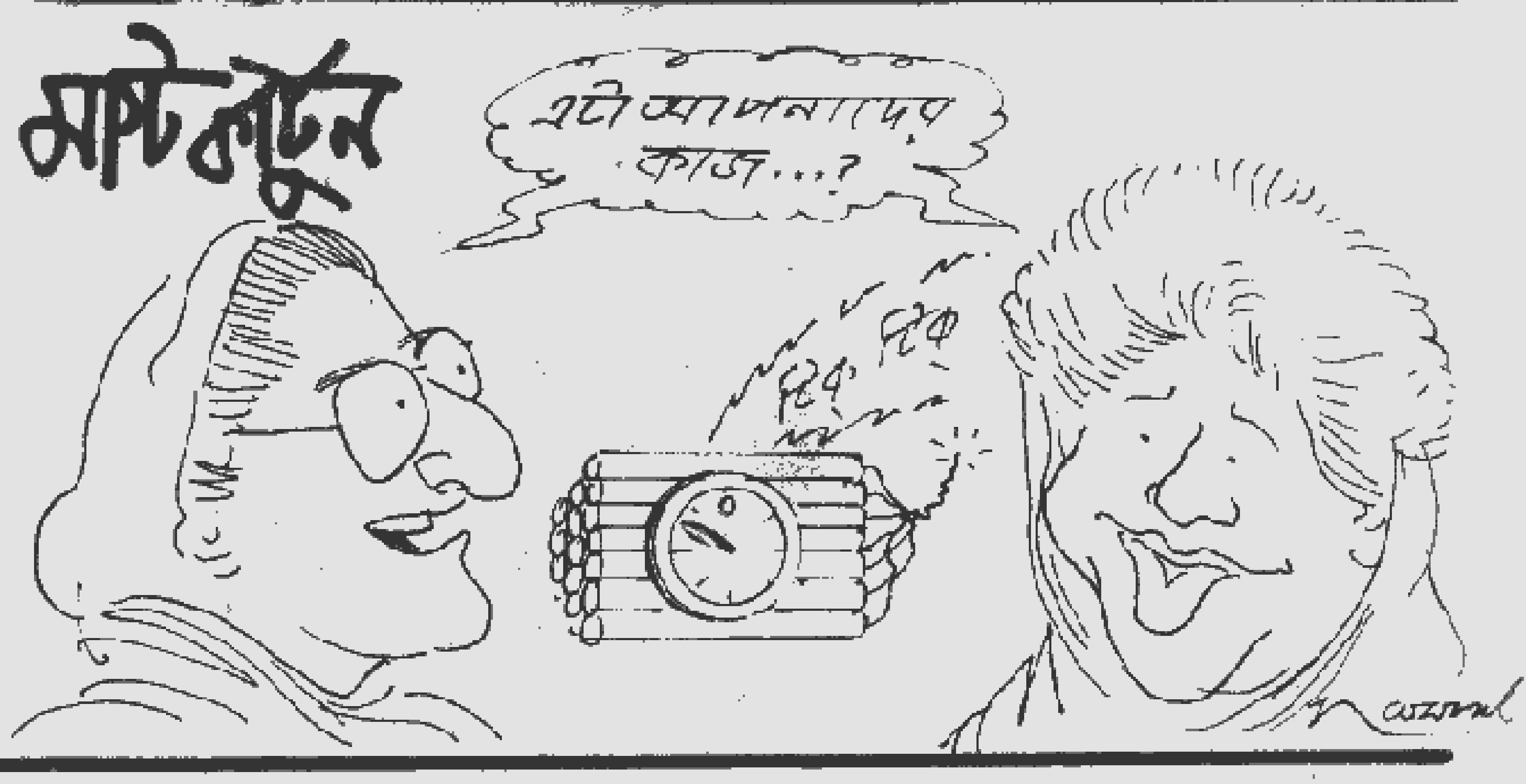

হলিউড বলিউড ঢালিউড এই তিন 'উডের' তুলনা মূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে কেমন হয়? এই কিভাবে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে...দেখুন তবে...

হলিউডবলিউডঢালিউড

কাজি তাপস

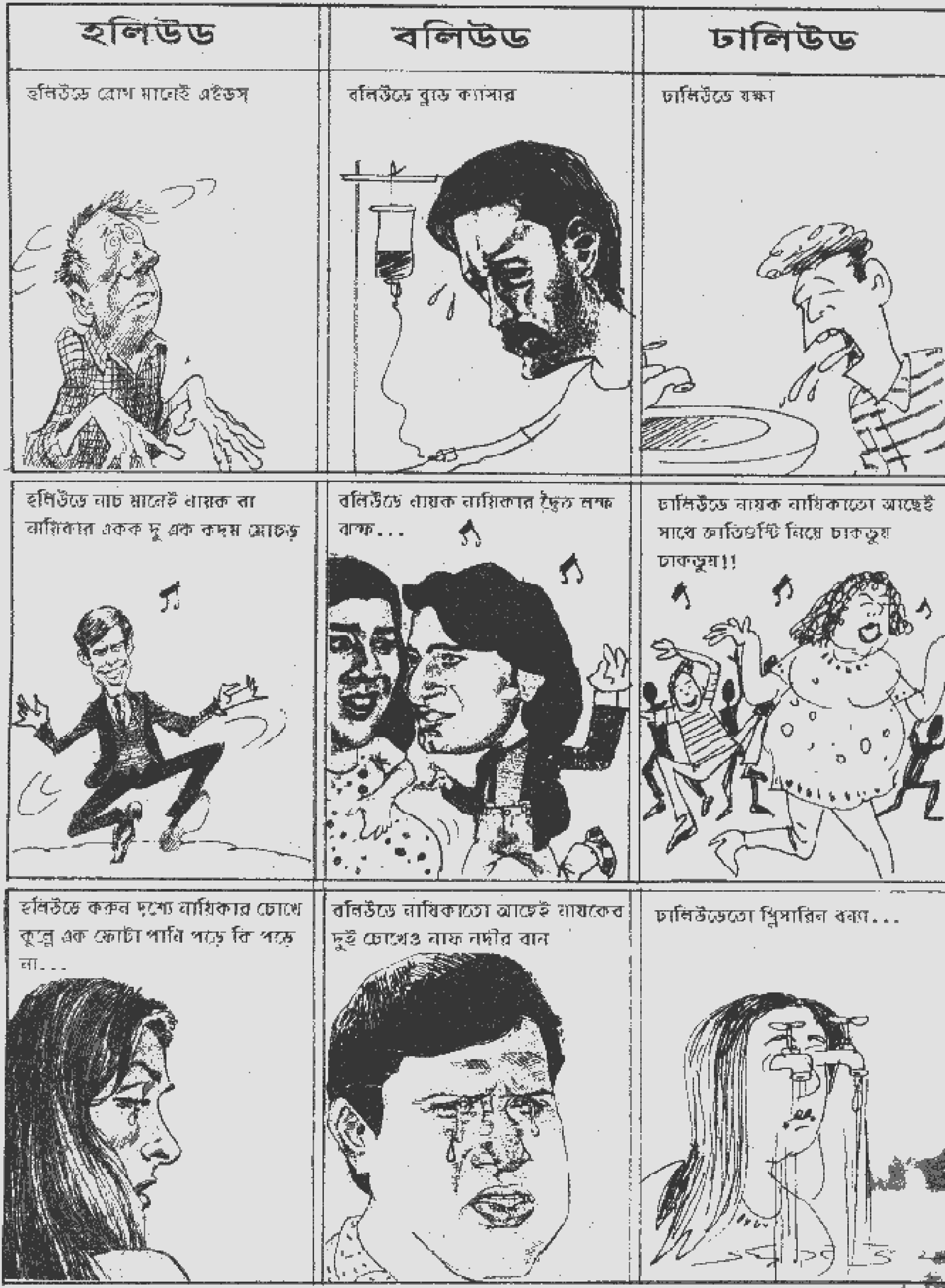
হলিউড
বলিউড
ঢালিউড
হলিউডে রোগ মানেই এইডস
বলিউডে ব্লাড ক্যান্সার
ঢালিউডে যক্ষা
হলিউডে নাচ মানেই নায়ক বা নায়িকার একক দু এক কদম মোচড়
বলিউডে নায়ক নায়িকার দ্বৈত লম্ফ ঝম্ফ...
ঢালিউডে নায়ক নায়িকাতো আছেই সাথে জাতিগুষ্টি নিয়ে ঢাকডুম ঢাকডুম!!
হলিউডে করুন দৃশ্যে নায়িকার চোখে কুল্লে এক ফোটা পানি পড়ে কি পড়ে না...
বলিউডে নায়িকাতো আছেই নায়কের দুই চোখেও নাফ নদীর বান
ঢালিউডেতো গ্লিসারিন বন্যা...

হলিউড
বলিউড
ঢালিউড
হলিউডের কমেডি মানেই আদি রসাত্মক...
বলিউডের কমেডির জন্য কমেডিয়ানের দরকার নেই, নায়কই যথেষ্ট
ঢালিউডের কমেডিয়ানতো পরিচালক স্বয়ং...
হলিউডে এ্যাকশন ছবিতে নায়কের এক ঘুষিতে ভিলেনের কম্ম সাবার
বলিউডে শ'দেড়েক ঘুষিতেও ভিলেনের কিছু হয় না।
ঢালিউডে যত ঘুষিই দেন শেষ দৃশ্যের আগে ভিলেনের কিছু হবে না
হলিউডের প্রেম মানেই জলদি টিভি বন্ধ করুন
বলিউডের প্রেম মানে মুখে মুখে যতটা সম্ভব (সেন্সর বোর্ডের কাঁচি বাঁচিয়ে)
ঢালিউডের প্রেম, পাট ক্ষেতে আন্দোলন...(নিচে...??)

নিচের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল সাপ্লাই দিতে ব্যস্ত তিনটি গ্রুপ এক গ্রুপ সক্রিয়, তারা জানালা দিয়ে নকল সাপ্লাই দিচ্ছে দ্বিতীয় গ্রুপ অপেক্ষামান। তৃতীয় গ্রুপ ওয়ালের উপর বসে প্রশ্নপত্র থেকে নকল তৈরী করতে ব্যাস্ত। তো আমরা উন্মাদের পক্ষ থেকে কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রের নকশা প্রনয়ন করলাম যে কেন্দ্রে পরীক্ষা নিলে নকল সাপ্লাইকারীরা সুবিধে করতে পারবে না [ছবিটি ভোরের কাগজের সৌজন্যে]

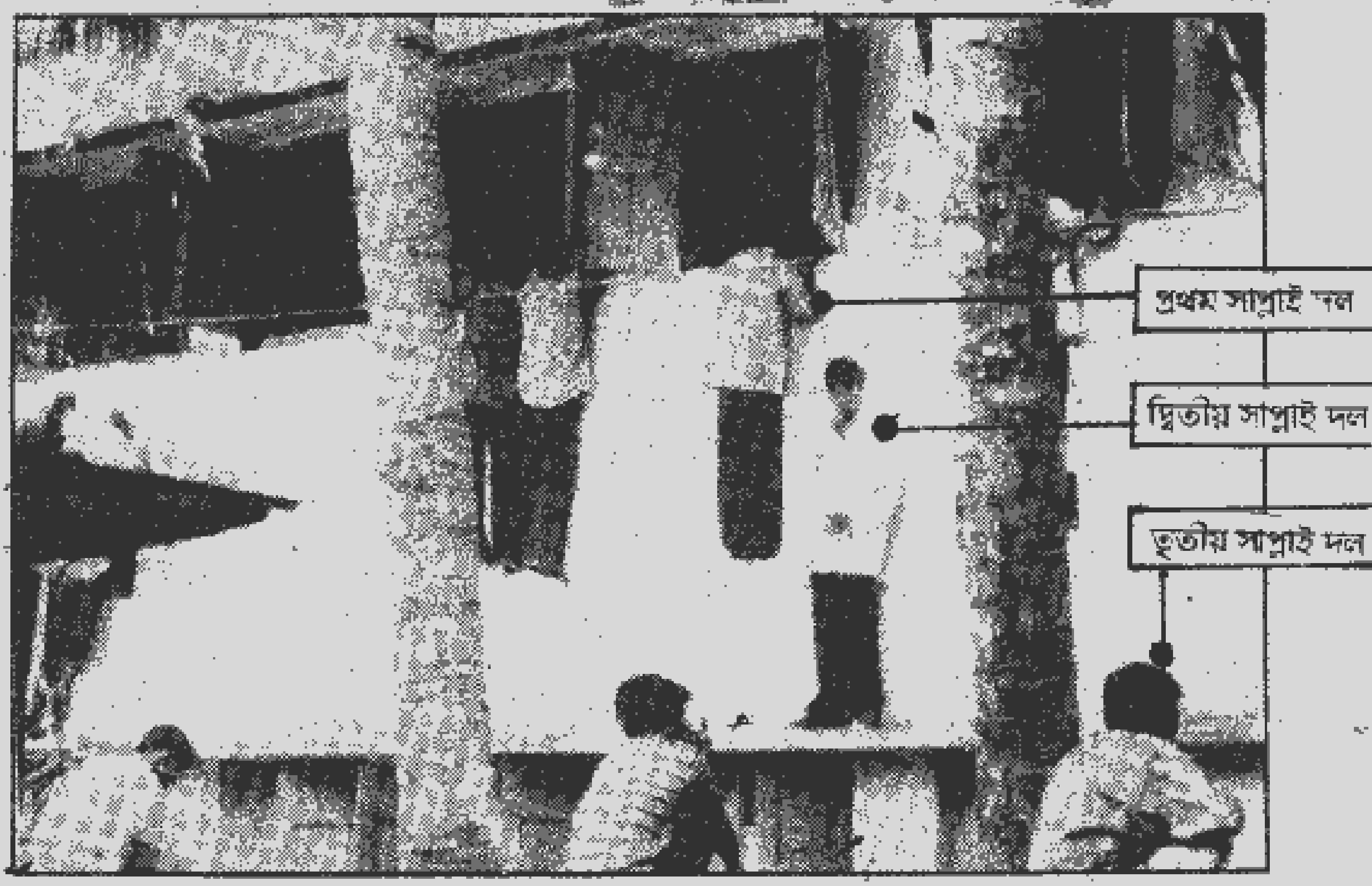

উন্মাদ প্রস্তাবিত পরীক্ষা কেন্দ্র

মুস্তাফিজুর রহমান

প্রানী পদ্ধতীর পরীক্ষা কেন্দ্রঃ

এই কেন্দ্রে পানি পরিবেস্টিত অবস্থায় পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে যার ছাদে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঘুরে বেড়াবে। আর পানিতে থাকবে একাধিক কুমীর।

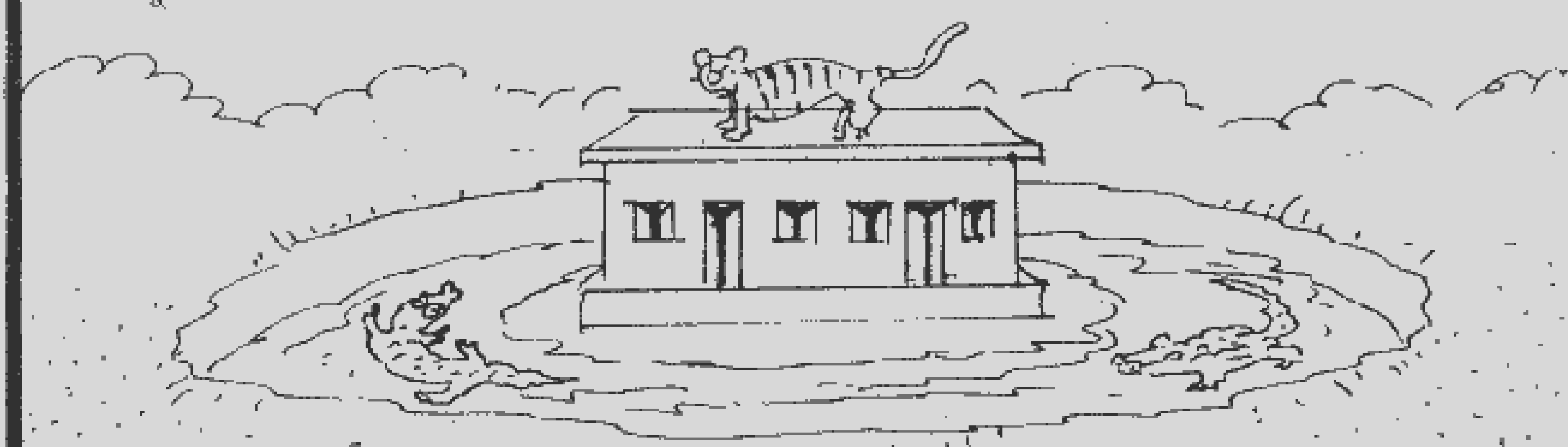

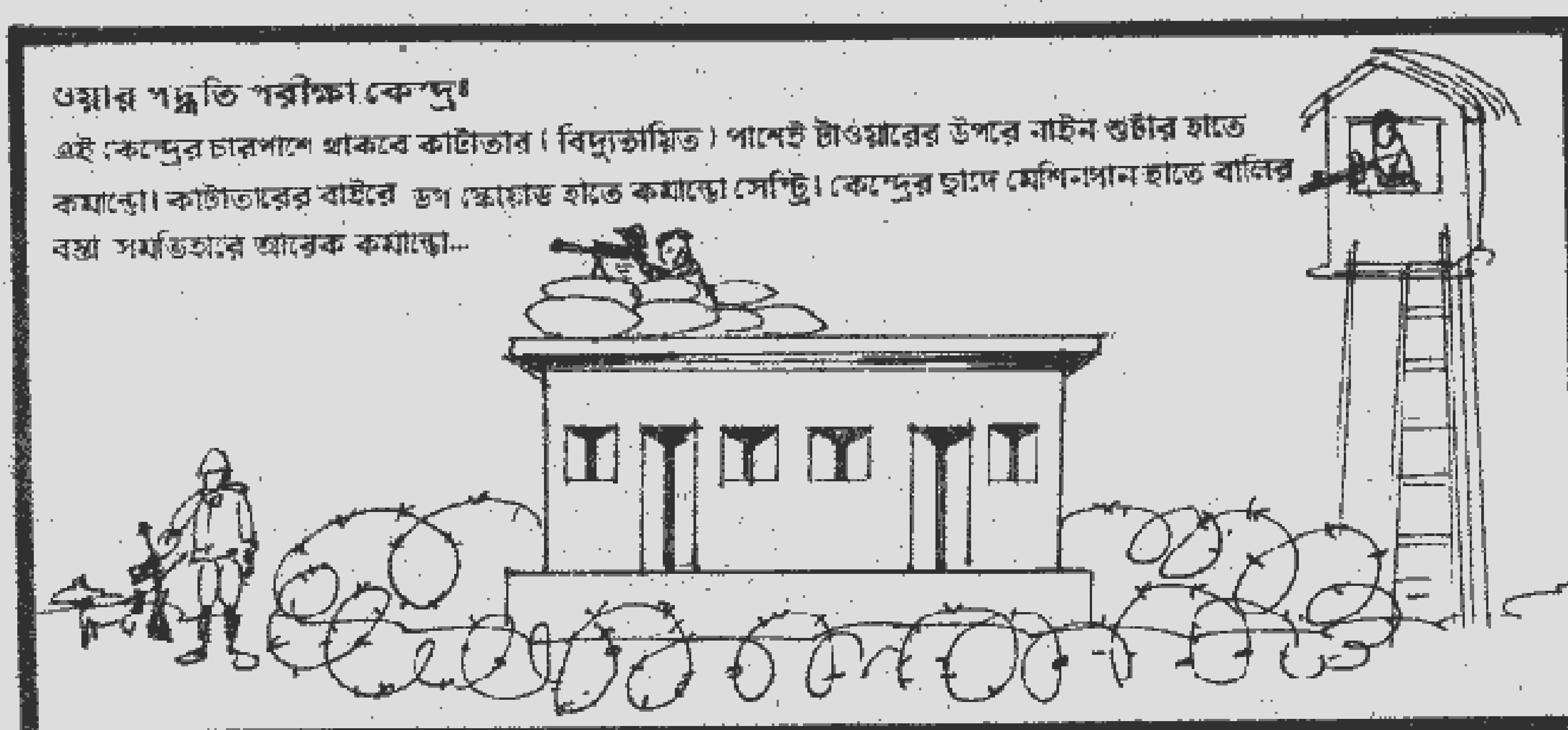
ওয়্যার পদ্ধতি পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
এই কেন্দ্রের চারপাশে থাকবে কাটাতার (বিদ্যুতায়িত) পাশেই টাওয়ারের উপরে নাইন শুটার হাতে কমান্ডো। কাটাতারের বাইরে ডগ স্কোয়াড হাতে কমান্ডো সেন্ট্রি। কেন্দ্রের ছাদে মেশিনগান হাতে বালির বস্তা সমভিহারে আরেক কমান্ডো...

নকল সাপ্লাইকারী পদ্ধতী পরীক্ষাকেন্দ্রঃ
এই কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এলাকার সব নকল সাপ্লাইকারীকে ধরে তাদের মাথার উপর পরীক্ষাকেন্দ্র বসিয়ে দিতে হবে। তবে কোনরকম কাঁপানো চলবে না। কেননা সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা লিখতে পারবে না।

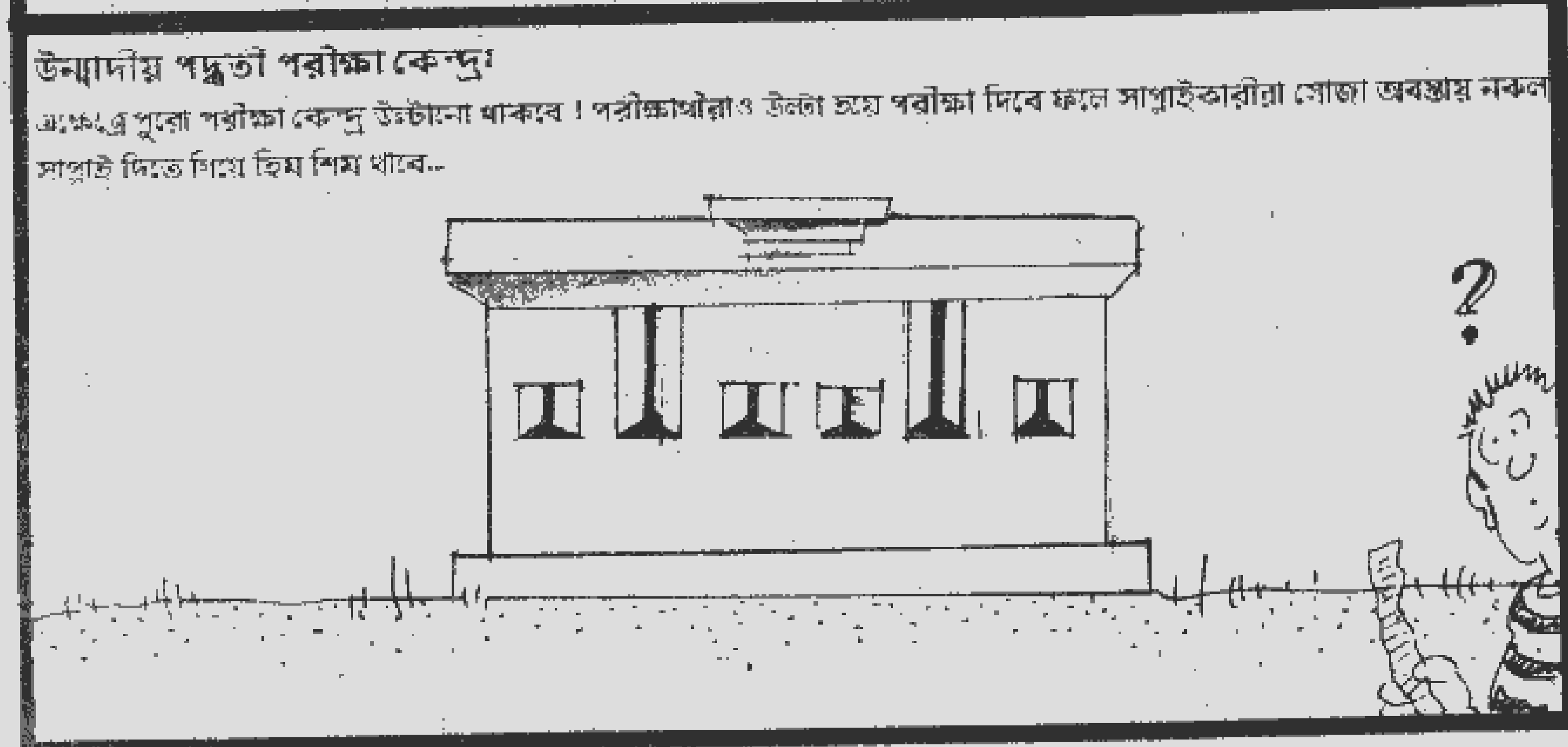
উন্মাদীয় পদ্ধতী পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
এক্ষেত্রে পুরো পরীক্ষা কেন্দ্র উল্টানো থাকবে! পরীক্ষার্থীরাও উলটা হয়ে পরীক্ষা দিবে ফলে সাপ্লাইকারীরা সোজা অবস্থায় নকল সাপ্লাই দিতে গিয়ে হিম শিম খাবে...
?

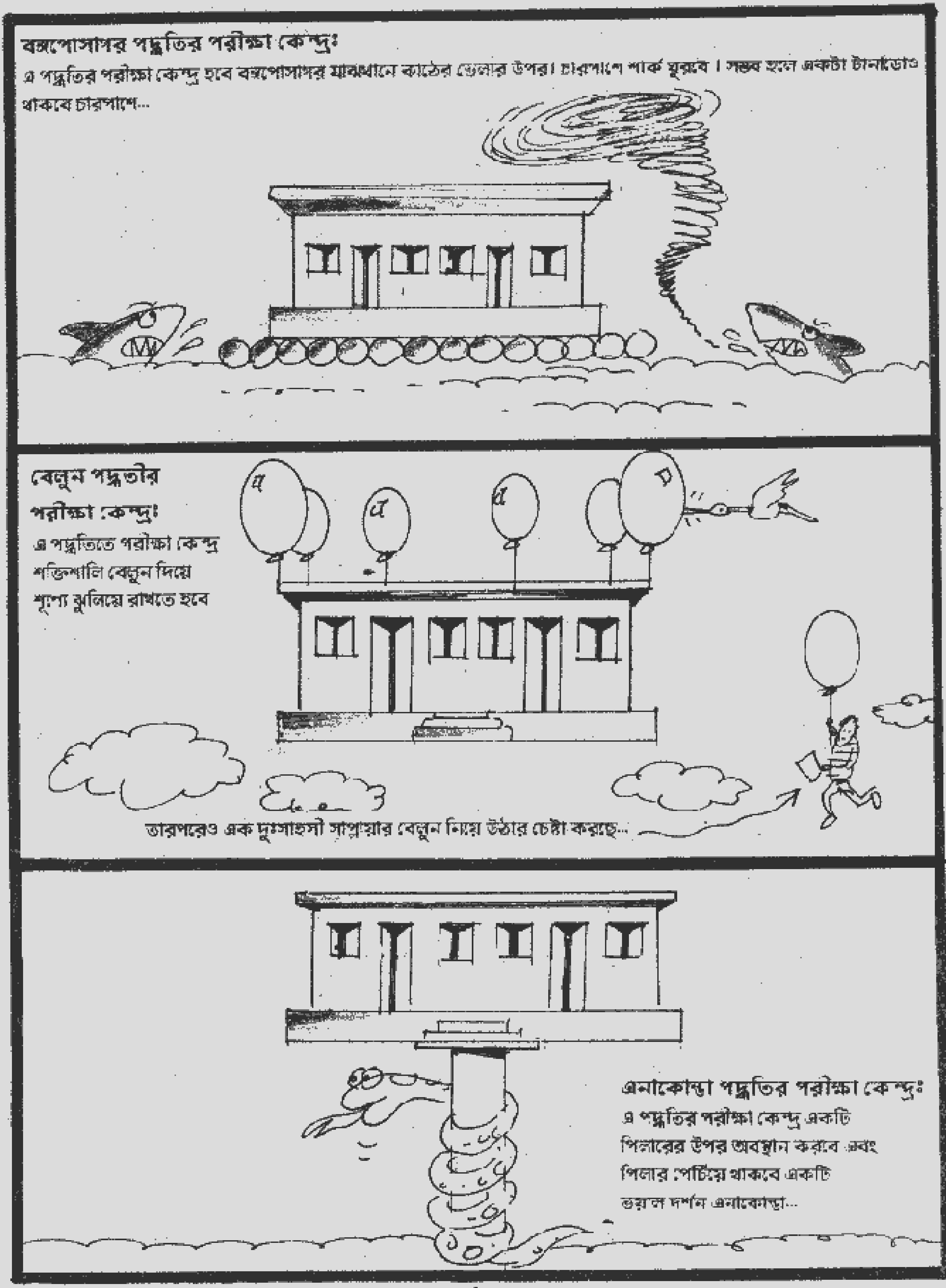
বঙ্গোপসাগর পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
এ পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্র হবে বঙ্গোপসাগর মাঝখানে কাঠের ভেলার উপর। চারপাশে শার্ক ঘুরবে। সম্ভব হলে একটা টর্নেডোও থাকবে চারপাশে...
বেলুন পদ্ধতীর পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা কেন্দ্র শক্তিশালি বেলুন দিয়ে শূণ্যে ঝুলিয়ে রাখতে হবে
তারপরেও এক দুঃসাহসী সাপ্লায়ার বেলুন নিয়ে উঠার চেষ্টা করছে...
এনাকোন্ডা পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্রঃ
এ পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্র একটি পিলারের উপর অবস্থান করবে এবং পিলার পেচিঁয়ে থাকবে একটি ভয়াল দর্শন এনাকোন্ডা...

পরিবেশ দূষনের মাস্ক শুধু যে দূষিত পরিবেশ থেকেই আমাদের বাঁচাতে সাহায্য করে তাই না...আরো অনেক ব্যাপারেই আমাদের সাহায্য করে থাকে, দেখুন তাহলে...

মাস্কের আরো ব্যবহার

বাবুল বিশ্বাস

ঠান্ডায় মাফলার হিসেবে...
মাথা ঢাকতে টুপি হিসেবে...
জাঁদরেল স্ত্রীর মুখ বন্ধ করতে...
পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের লোকদের জন্য...
হরকাতুল জিহাদের লোকজন ধরপাকারের সময় দাড়ি লুকাতে...
উন্মাদের কুদর্শন চশমা আর দাঁত লুকাতে...

হাসিখাবি

হোসেন তৌহিদ জুয়েল

কিছু কিছু লেখক আছে যাদের লেখালেখি করার কোন যোগ্যতা নেই বললেই চলে। এদের লেখা পড়লে পাঠকদের গা জ্বলে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু তারপরেও তারা অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে লেখালেখি করে এবং জোর করে পাঠকদেরকে তা পড়তে বাধ্য করে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন আক্রান্ত পাঠক লেখক সাহেবকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কিছু পচা ডিম পাঠিয়ে লেখককে লেখালেখির জগত থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও বিরত রাখে। লেখার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পচাডিম পেয়ে লেখক সাহেব কিছুদিন মনমরা হয়ে বসে থাকেন। তারপর আবার একদিন নতুন উদ্দাম নিয়ে লেখালেখির জগতে ফিরে আসেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে পাঠকদের মেজাজ গরম করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার কোন পাঠক কুরিয়ার সার্ভিসে ....।

আমি হলাম এই ধরণের গবেট টাইপের লেখকদেরই একজন। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমি খুবই উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে লেখালেখি শুরু করি এবং মনে মনে এই ভেবে বসে থাকি যে পাঠকরা আমার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ছে। কিন্তু লেখা প্রকাশ হবার পর অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই যখন পাঠকদের নিকট হতে ভালবাসা(!) স্বরূপ 'পচা ডিম' জাতীয় চিঠি, উপহার ইত্যাদি পেতে শুরু করি, তখন সেগুলো পড়ে বা দেখে সিদ্ধান্ত নিই যে আর লেখালেখি করব না। কিন্তু কিছুদিন পার না হতেই মনে হয় মাথার মধ্যে এমন চমৎকার একটি লেখা ঘুর ঘুর করছে যে লেখাটি যদি এখনই না লিখে ফেলি, তাহলে পাঠকরা একটি চমৎকার লেখা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। আর পাঠকদেরকে এভাবে বঞ্চিত করার কোন অধিকারই আমার নেই ভেবে আমি পুনরায় কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ি। সেই চমৎকার লেখা ছাপা হবার পর পাঠকদের কাছ থেকে আবার যখন সেইসব অনাকাঙ্খিত চিঠি ও উপহার সামগ্রী শুরু করি, তখন রাগে দুঃখে মনে হয় আর লেখালেখি না ....। এভাবেই চলছে আমার লেখালেখির দিনকাল।

আজ সকালে পত্রিকার অফিসে পৌঁছার পরপরই সম্পাদক সাহেব আমার সামনে বেশ কিছু চিঠি আর উপহার সামগ্রী রেখে বললেন, 'এগুলো সব আপনার ভক্তদের পাঠালো।' আমি সেই চিঠি আর উপহারগুলোর দিকে তাকালাম। দুটি উপহার বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উপহার দুটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার অন্যতম কারণ হলো তাদের প্রেরক হলো দু'জন পাঠিকা, পাঠক নয়। পাঠিকাদের প্রতি আমার আকর্ষণ সবসময়ই একটু বেশী। আফটার অল, লেখালেখি করছি তো পাঠিকাদের জন্যই। আমার লেখা পড়ে কোন এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আমার প্রেমে পড়ে হাবু ডুবু খাবে, আমাকে চিঠি পাঠাবে এ ধরণের স্বপ্ন ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় না দেখলেও জেগে থাকা অবস্থায় আমি সবসময়ই দেখি। কিন্তু বাস্তব বড়ই নিষ্ঠুর। কোন মেয়ে আমার লেখা পড়ে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া দূরে থাক, আজ পর্যন্ত একটা চিঠিও পাঠালো না! আজ পর্যন্ত যত চিঠি পেলাম, তারই সবই পাঠকদের পাঠানো, পাঠিকাদের নয়। আর তাই আজ হঠাৎ একসাথে দু'জন পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি না, একেবারে প্যাকেট করা অবস্থায় উপহার সামগ্রি পেয়ে আমার হৃদয়ে এক অশান্ত ঝড় বয়ে উঠল।

পত্রিকার সম্পাদক সাহেব যখন ঐ প্যাকেট দুটোর উপর লিখা প্রেরকের নাম পরে বললেন, 'ওরে বাবা! দুটো মেয়ে দেখি আপনার জন্য একেবারে গিফট পাঠিয়ে দিয়েছে!', তখন আমি সত্যিই দারূণ গর্ববোধ করলাম। মনে মনে ভাবলাম, 'আহা! লেখালেখি করাটা তাহলে অবশেষে স্বার্থক হলো।' আমি প্যাকেটদুটোর উপরে লিখা প্রেরকের নামদুটো ভাল করে পড়লাম। একটির উপরে লিখা 'স্নিগ্ধা' আর আরেকটির উপরে লিখা 'তানিয়া'। নামদুটো দেখেই আমার হৃদয়ে নতুন করে এক অশান্ত ঝড় শুরু হলো। আহা, এত সুন্দর নাম। যাদের নাম এত সুন্দর তারা দেখতে ফাটাফাটি না হয়ে পারে না।

সম্পাদক সাহেব আমার উপহার দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি এরই মধ্যে মেয়ে ভক্তদের মাঝে দারুন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। গিফট দুটোর সাইজ দেখে তো

মনে হচ্ছে মেয়েদুটো আপনার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এত বড় গিফট!'
কথাটি শুনে আমার ভীষণ ভালো লাগল। আবার বেশ লজ্জাও লাগল। আমি মাথা নীচু করে বললাম, 'ইস, কি যে বলেন না! লেখকদের জন্য ভক্তরা তো চিঠি, উপহার ইত্যাদি পাঠাবেই। এর মধ্যে আবার শুধু শুধু প্রেম প্রেম বলে কেন যে লজ্জা দিচ্ছেন?'
'আরে ভাই, লজ্জা দিব কেন? মেয়ে দুটো নির্ঘাত আপনার লেখা পড়ে আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। তা না হলে কি এত বড় গিফট কেউ পাঠায়? এখন আগে থেকেই ঠিক করে নিন আপনি কোন মেয়েটার সাথে প্রেম করবেন। আবার দু'নৌকায় পা দিতে যাবেন না। সময় থাকতেই যে কোন একটাকে বেছে নিন।'
আমিও মনে মনে তাই ভাবছিলাম। এক সাথে তো আর দুটো মেয়ের সাথে প্রেম করা যাবে না। যে কোন একজনকেই বেছে নিতে হবে। কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেলাম, কার সাথে আমি প্রেম করব? মেয়েদুটোর মধ্যে কাকে আমি আমার প্রেমিকা হিসাবে বেছে নিব?

আমাকে চিন্তিত দেখে সম্পাদক সাহেব বললেন, 'মনে হচ্ছে প্রেমিকা নির্বাচন করার ব্যাপারে আপনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন?'
আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'না মানে, ইয়ে ...'।
'আহা বুঝতে পারছি, আর বলতে হবে না। এককাজ করুন। প্যাকেট দুটো খুলে দেখুন স্নিগ্ধা আর তানিয়ার পাঠানো গিফটদুটোর মধ্যে কোনটি আপনার বেশী পছন্দ হয়। যার পাঠানো গিফটটি আপনার বেশী পছন্দ হবে, তাকেই আপনি আপনার প্রেমিকা হিসাবে বেছে নিন।'
আমি মনে মনে ভাবলাম, আইডিয়াটা তো মন্দ নয়।
কিন্তু এখানে সবার সামনেই কি প্যাকেটদুটি খুলব? আমাকে কিছুটা ইতস্তত করতে দেখে সম্পাদক সাহেব বললেন, 'আহা, এমন সংকোচ করছেন কেন? প্যাকেটদুটো খুলুন না। দেখি ওরা আপনার জন্য কি পাঠিয়েছে।'
আমি প্রথমেই স্নিগ্ধার পাঠানো প্যাকেট খুলার জন্য হাতে নিলাম। খুবই সুন্দর একটি প্যাকেটে মোড়ানো গিফটটি। ভিতরে হালকা পাতলা ধরণের কিছু একটা রয়েছে। সম্পাদক সাহেবের পাশেই উনার এক ডাক্তার বন্ধু বসা ছিল। তিনি রোগীর হাতের পালস চেক করার মতনই প্যাকেটটির উপরে হাত রেখে বললেন, 'মনে হচ্ছে প্যাকেটটির মধ্যে পাঞ্জাবী রয়েছে। সিল্কের পাঞ্জাবী।'
সম্পাদক সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'দেখলেন? মেয়েটা আপনার জন্য একেবারে পাঞ্জাবীই পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা মনে হয় আপনাকে পাঞ্জাবী পড়া অবস্থায় তার পাশে দেখতে চাই। সেই সাথে আপনার মাথায় থাকবে পাগড়ী .... ।'
'উফ.. প্লিজ থামবেন?', এতগুলো লোকের সামনে সম্পাদক সাহেবের এই ধরণের কথাবার্তা শুনে আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিল। আবার ভালও লাগছিল। মনে মনে বললাম, মেয়েটা কি আমাকে সত্যি সত্যিই পাঞ্জাবী পাঠিয়ে দিল!!! অন্তত প্যাকেটটি নাড়াচাড়া করে তাইতো মনে হচ্ছে।

যাইহোক, আমি ধীরে ধীরে সেই প্যাকেটটি খুলতে লাগলাম। উজ্জ্বল চোখে প্যাকেটটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু প্যাকেটটি যতই খুলতে লাগলাম আমার চেহারা যেন ততই ফ্যাকাসে হতে লাগল। পুরো প্যাকেটটি খুলার পর কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি হতভম্ব হয়ে প্যাকেটের ভিতর রাখা বস্তুটির দিকে তাকিয়ে রইল। হতভম্ব না হবার কোন কারণ নেই। কারণ প্যাকেটটির মধ্যে কাঁঠাল পাতা আর ছোট এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। কাগজটির মধ্যে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা -
লেখক সাহেব,
আপনার 'ভেঁ ভেঁ' টাইপের লেখাগুলো পড়ে প্রায়ই আমার কাছে মনে হয় যে আপনার সাথে ছাগল নামক প্রাণীটির খুবই মিল রয়েছে। আর তাই আপনার জন্য উপহার স্বরূপ আমি কিছু কাঁঠালপাতা পাঠালাম। এখন থেকে লেখালেখি বাদ দিয়ে নিয়মিতভাবে কাঁঠাল পাতা ভক্ষণ করার জন্য আপনার নিকট সবিনয় অনুরোধ রইল।
স্নিগ্ধা

লেখাটি পড়ে আমার মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। আমি কড়া চোখে সম্পাদক সাহেবের ডাক্তার বন্ধুটির দিকে তাকালাম যিনি কিনা ঐ প্যাকেটটির উপর হাত রেখে বলেছিলেন, ভিতরে একটি পাঞ্জাবী আছে। আমাকে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখে সম্পাদক সাহেব বললেন, 'আহা, মন খারাপ করছেন কেন? এত মনখারাপ করার কি আছে?'
সম্পাদক সাহেবের কথা শুনে আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল. মন খারাপ করব না মানে? একটা মেয়ে আমাকে একগাদা কাঁঠালপাতা পাঠিয়ে সেগুলো খেতে বলবে আর আমি মন খারাপ না করে হি হি করে হাসব নাকি?
আমি অবশ্য উনাকে কিছুই বললাম না। চুপ করে রইলাম।

সম্পাদক সাহেব নিজে থেকেই আবার বললেন, 'আপনি বরং অন্য প্যাকেটটি খুলুন। দেখুন না তানিয়া আপনাকে কি পাঠিয়েছে। আমার ধারণা তানিয়া আপনাকে খুব সুন্দর কোন গিফট পাঠিয়েছে। দেখছেন না কি গিফটটা চারকোণা বক্স টাইপের। আর তাছাড়া গিফটটা যথেষ্ট ভারীও বটে। মনে হয় তানিয়া আপনাকে খুব দামী কোন গিফট পাঠিয়েছে। স্নিগ্ধা আপনাকে কি পাঠিয়েছে, সেটা ভেবে মন খারাপ করে বসে না থেকে আপনি বরং তানিয়ার পাঠানো গিফটটের প্যাকেটটি খুলে দেখুন। ওটার মধ্যে নিশ্চয় ভালো কিছু রয়েছে।'

সম্পাদক সাহেবের ডাক্তার বন্ধুটি আবার সেই আগের মতন (রুগির হাতের পালস চেক করার মতন করে) তানিয়ার পাঠানো উপহারটির উপর দু'আঙুল রাখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে যখন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন সাথে সাথে আমি কড়া চোখে তার দিকে তাকালাম আর চোখের ভাষায় তাকে বললাম, 'ডাক্তার মিয়া, এইবার দয়া করে ডাক্তারী বিদ্যা প্রদর্শন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। গতবার তো কাঁঠাল পাতা ভর্তি প্যাকেটের উপর হাত দিয়ে বলেছিলেন যে ভিতর পাঞ্জাবী আছে, এইবার দয়া করে কোন চাপাবাজী মারা থেকে বিরত থাকুন।'

কিন্তু ভদ্রলোক নিতান্ত গবেট টাইপের বলেই বোধহয় আমার চোখের ভাষা ধরতে পারলেন না। তিনি খুবই উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে প্যাকেটটির মধ্যে দামী পারফিউম জাতীয় কিছু একটা রয়েছে।'

প্যাকেটটির মধ্যে কি আছে সে সর্ম্পকে ডাক্তারের মতামতকে আমি কোনরূপ পাত্তা দিব না বলে ঠিক করেও শেষ পর্যন্ত পাত্তা দিলাম। ডাক্তারের কথা শুনে আমি উপর দিয়ে না দেখালেও মনে মনে যথেষ্ট খুশীই হলাম। তার কথা সত্যি হোক এ কামনা করে তানিয়ার পাঠানো গিফটটি খুলতে লাগলাম। উপরের মোড়ানো কাগজটি খুলতেই একটি সাদা রঙয়ের সুন্দর বক্স দেখতে পেলাম। পারফিউমের বক্স বলেই তো মনে হচ্ছে। আমি খুবই উৎসাহ সহকারে বক্সের কাভারটি খুললাম। কিন্তু কাভারটি খুলামাত্রই আমার সমস্ত উৎসাহ মাঠে মারা গেল। বক্সের ভিতর তাকিয়ে দেখি একটি স্ক্রু ড্রাইভার আর কিছু স্ক্রু! সেই সাথে রয়েছে ছোট আকারের একটি চিঠি। উপহার হিসাবে স্ক্রু ড্রাইভার আর স্ক্রু দেখে আমার হৃদয়ের অর্ধেকটাই ইতিমধ্যে ভেঙ্গে গেছে। চিঠিতে কি লেখা আছে, কে জানে। আমি চিঠিটি হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলাম।
লেখক সাহেব,
আপনি লেখালেখি করার নামে এসব কি উদ্ভট ধরণের জিনিষপত্র লিখেন? আপনার লেখা পড়ে হয় যে আপনার মাথার হয় কিছু স্ক্রু খুলে পড়ে গেছে, আর না হয় কিছু স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে। আর তাই আপনার জন্য একটি স্ক্রু ড্রাইভার আর কিছু স্ক্রু পাঠালাম। দয়া করে এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার না করা পর্যন্ত আপনি লেখালেখি থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন।
সোনিয়া

চিঠিটি পড়ামাত্রই আমার হৃদয়ের বাকী অর্ধেকটাও যেন ভেঙ্গে গেল। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসলাম। বাড়ি ফিরে ঠিক করলাম যে আর লেখালেখি করব না। কিন্তু বেশীদিন অবশ্য লেখালেখি করা থেকে দূরে থাকতে পারলাম না। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মাথার মধ্যে একটি গল্পের আইডিয়া চলে এলো। মনে হলো এ লেখাটি ছাপা হলে যে কোন তরুণীই লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হতে বাধ্য, লেখাটি পড়ে অনেক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীই আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া শুরু করে দিবে। আর তাই আর দেরী না করে এখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়া উচিত। মাথার মধ্যে এত ভালো একটা কাহিনী ঘুর ঘুর করছে, কখন যে এটা মাথা থেকে হারিয়ে যায়, তার কি কোন ঠিক আছে? তাই আবারো কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়লাম।

আজকাল কিছু কিনতে গেলে... 'একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি' এ জাতীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়! তো আমরাও দেখলাম আমাদের জীবনে কিছু কেনা ছাড়াই অনেক কিছু ফ্রি পাচ্ছি সাথে আবার ফাউও পাওয়া যাচ্ছে...আর তাই এই ফিচার...ফ্রি আর ফাউ

ফ্রি পাচ্ছি! ফাউ পাচ্ছি!!

তারিকুল ইসলাম শান্ত

ফ্রি পাচ্ছি...
সাথে ফাউ পাচ্ছি...
প্রতিদিন ফ্রি পাচ্ছি লোড-শেডিং!!
সাথে ফাউ বোনাস মশার কামড়!
গ্রাম-বাংলায় ফ্রি পাচ্ছি মৌলবাদি ফতোয়া!!
১০০ ঘা দোররা!
সাথে ফাউ পাচ্ছি লোক-লজ্জার কারনে আত্মহত্যা!
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাথে ফ্রি পাচ্ছি সেশন জট!!
সাথে ফাউ পাচ্ছি চোখে-মুখে বয়সের ছাপ!
চলাফেরা করতে রাস্তা-ঘাটে ফ্রি পাচ্ছি হাইজ্যাক!!
সাথে ফাউ বোনাস ক্ষুরের পোচ!

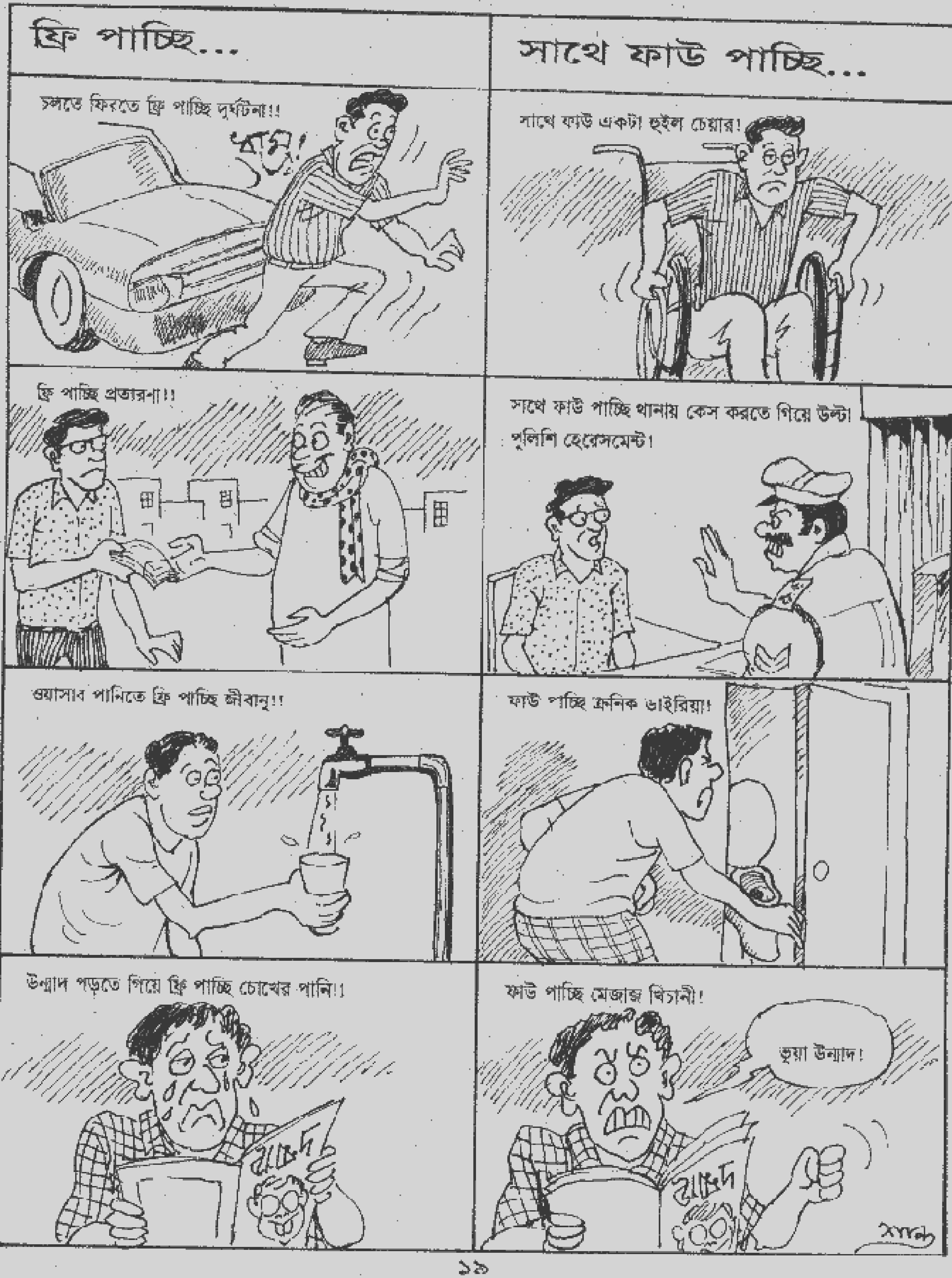
ফ্রি পাচ্ছি...
সাথে ফাউ পাচ্ছি...
সন্ধ্যাতে ফিরতে ফ্রি পাচ্ছি দুর্ঘটনা!!
ধাম!
সাথে ফাউ একটা হুইল চেয়ার!
ফ্রি পাচ্ছি প্রতারণা!!
সাথে ফাউ পাচ্ছি থানায় কেস করতে গিয়ে উল্টা পুলিশি হেরেসমেন্ট।
ওয়াসার পানিতে ফ্রি পাচ্ছি জীবাণু!!
ফাউ পাচ্ছি ক্রনিক ডাইরিয়া!
উন্মাদ পড়তে গিয়ে ফ্রি পাচ্ছি চোখের পানি!!
ফাউ পাচ্ছি মেজাজ খিচানী!
ভুয়া উন্মাদ!

আমাদের দেশে প্রানীর নামে অনেক জায়গা আছে তা কি আমরা খেয়াল করেছি কখনো?

ঐ নাম গুলোকে আমরা একটু উন্মাদীয় স্টাইলে উপস্থাপন করলে কেমন হয়? দেখুন না...

ঘোড়াশাল

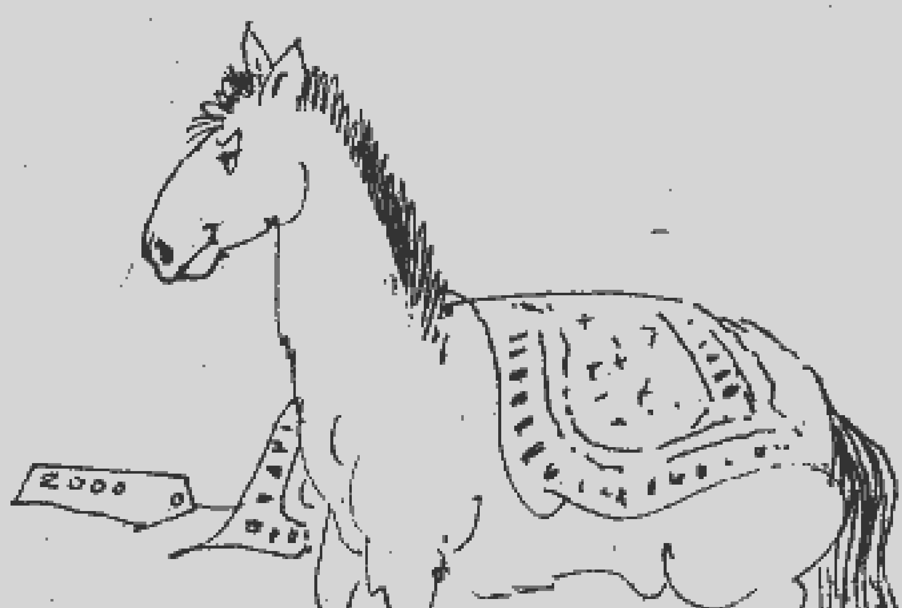

ময়মনসিংহ

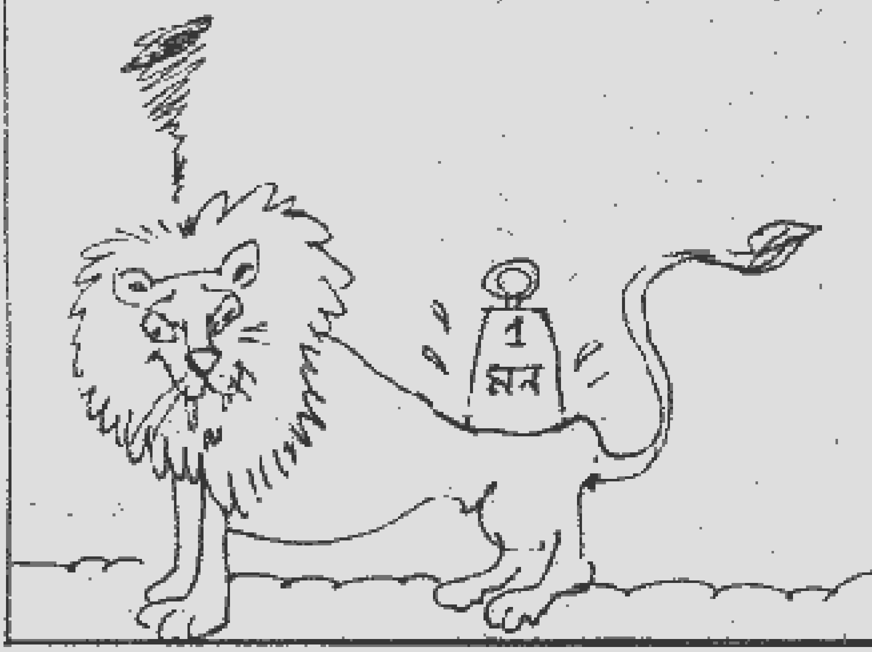

বাঘেরহাট (বানান ঠিক করে নিন)

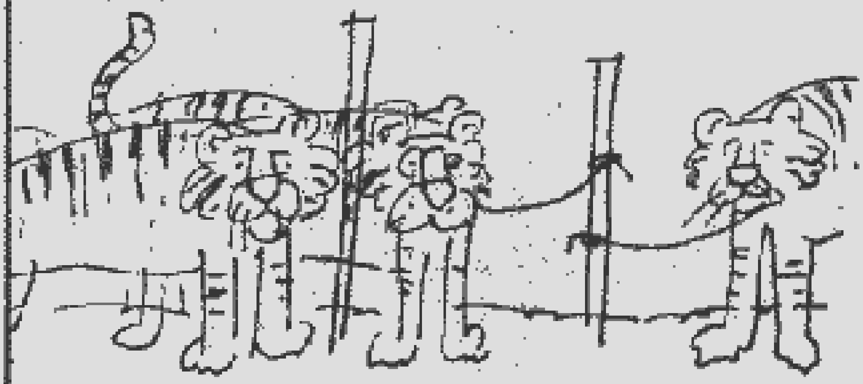

ছাগলনাইয়া

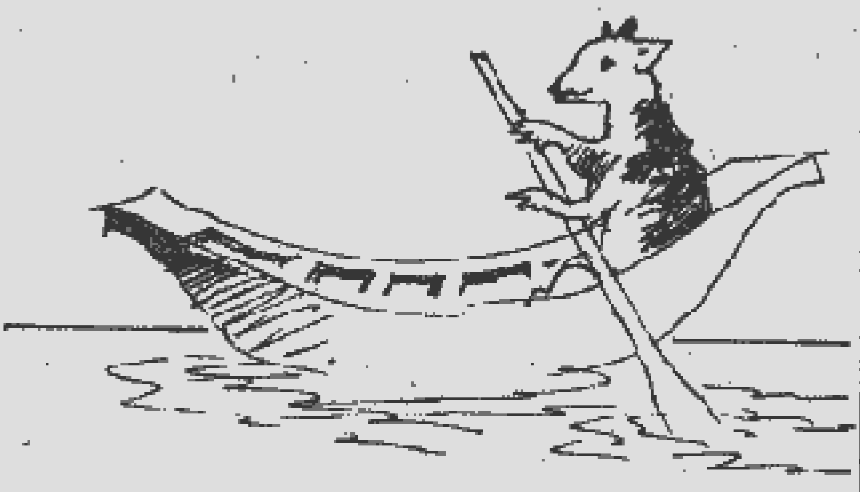

হাতিবান্দা

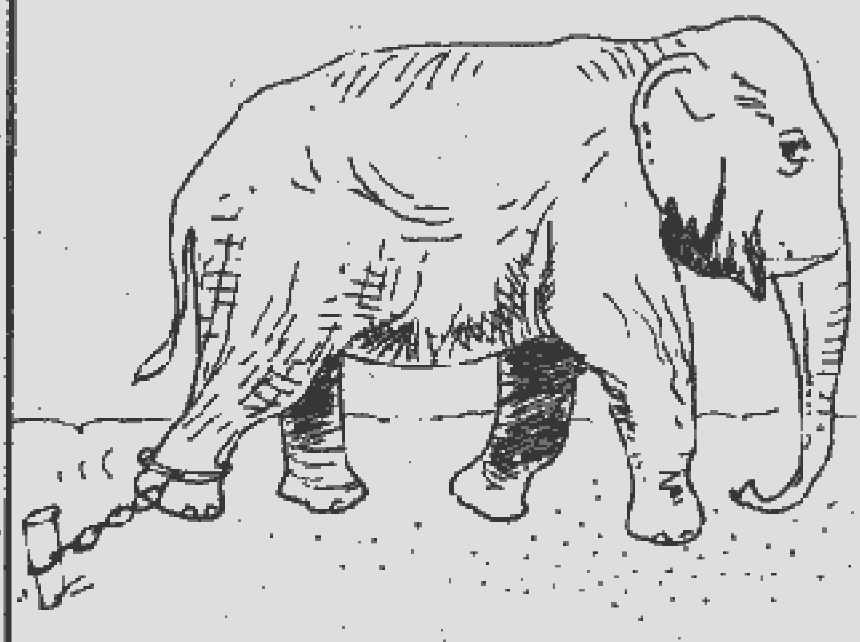

গাইবান্দা

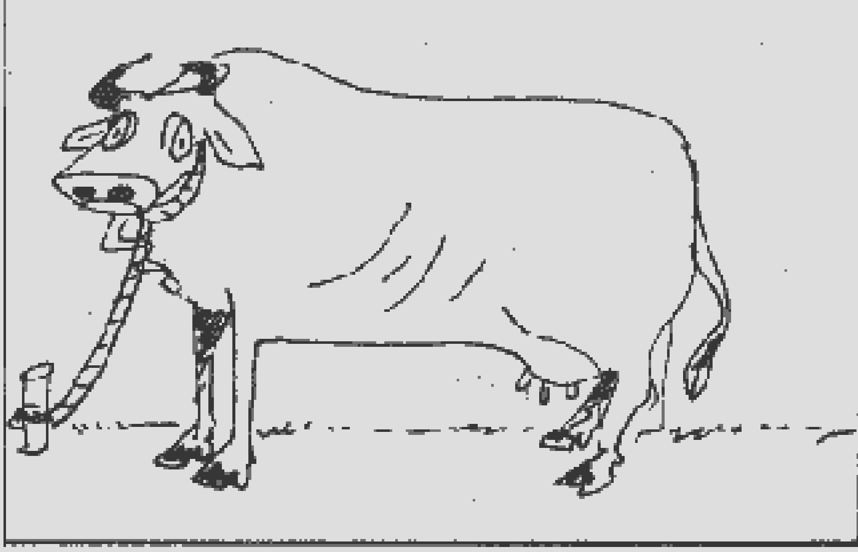

বান্দরবন

বান্দর দেখতে যেমনই থাকুক না কেন, এই শব্দটি কখনো কখনো শুনতে আমাদের ভালোই লাগে। রাস্তায় দুষ্টুমি করার পর কোন সুন্দরী যদি আলতো করে বলে ওঠে 'বান্দর'। তখন হৃদয়ে ঢেউ বয়ে যাবারই কথা। সে যাই হোক, বানর যে শুধু-বনে জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায় তা কিন্তু নয়। আমাদের এই শহরেও অনেক বান্দরের বসবাস। সবার প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক আমাদের এবারের বান্দরামি ছড়-ড়া-টুন

ছড়াটুন

বান্দর?

ওবায়দুল গনি চন্দন

পারিবারিক বান্দর

পরিবারের যেই ছেলেটা
দুষ্টু বেশি থাকে,
অত্যাচারে বাবা-মা তার
'বান্দর' কয় তাকে।

এ বান্দরের পড়াশোনায়
আগ্রহটা কম,
ভদ্রলোকের কাছে এরা
সত্যি যেনো 'যম'।

ডারউইনের বান্দর

ডারউইনের মতবাদটা
শুনতে কেমন লাগে,
আমাদের এই পূর্বপুরুষ
বানর ছিলো আগে।

বিবর্তনে পেছন দিকের
লেজ হয়েছে হাওয়া,
ডারউইনের সেই বান্দর
যায়না এখন পাওয়া।

ফুটপাতের বান্দর

ফুটপাতের অই বান্দরেরা
দেখায় মজার খেল্ কি!
বান্দরামি তার দেখে দেখে
লোকজনে খায় ভেক্কি।

এই বানরের খেল দেখিয়ে
মালিক কামায় টাকা,
এমন বানর দেখতে পাবেন
ঘুরলে শহর ঢাকা।

চিড়িয়াখানার বান্দর

চিড়িয়াখানায় খাঁচায় বানর
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
লোকজনে সব দেখতে গিয়ে
বাদাম মারে ছুঁড়ে।

খাঁচার মাঝে এই বানরের
যাচ্ছে খুবই আকাল,
সুযোগ পেলেই লোকজনদের
করছে এরা নাকাল।

উন্মাদ ভক্ত বান্দর

উন্মাদেরই ভক্ত যারা
ভীষণ রকম বিচ্ছু,
যুক্তি, তর্ক যতোই বোঝাও
কেউ মানে না কিচ্ছু।

মাসের শেষে স্টল থেকে সে
উন্মাদ নেয় বাকিতে,
যদিও বোঝে সবই ভুয়া
ম্যাটার ভরা ফাঁকিতে।

শের এর উপর সোয়া শের

ইদানিং মেয়েদের মুখে দেখি তিল নেই
গালিবের সাথে তাই এ শের এর মিল নেই ।
সকলের খুব প্রিয় সব শের গালিবের
আমি খুশি না হলেই শের শুনে গালি বের

থাকতো যদি আটখানা হাত অক্টোপাসের মত
আমি তোমায় বুঝিয়ে দিতাম ভালবাসি কত!
আটটা হাতে জাপটে ধরে রেখে দিতাম আগলে
ব্যাপারটা কি? আটটা হাতের কথা শুনে রাগলে!
দু'টোর বদল আটটা হলে পা?
সত্যি বলছি পালিয়ে যেতাম না ।

বেহুলার লখিন্দর, তাকে কেটেছিলো সাপ
আমাকে কাটবে জানি প্রেমিকার বাপ ।

প্রেম করতে গিয়ে দেখি সব প্রেমিকাই ন্যাকা
প্রেম টিকিয়ে রাখতে কেবল প্রেমিকেরই ঠ্যাকা
অন্যথা হয় যদি তবে এর ফলাফল ছ্যাঁকা ।

আমি হলাম গোবেচারা, পুরোই তামা, স্বর্ণ না
হেলাল হাফিজ হলে দিতাম তোমার রূপের বর্ণনা ।
আমি, সুনীল কিংবা জীবনানন্দ দাশও না
তাই কি তুমি নিজের থেকে আমার কাছে আসো না!

সাদিয়া,
মাফ চাইবার সুযোগটুকুও না দিয়া
তল্পি তল্পা বাঁধিয়া
বাপের বাড়ি চলে গেলে কাঁদিয়া
এখন তোমায় আনতে হবে সাধিয়া?

সার্টিফিকেট চাইছে হবু শ্বশুর বাড়ির লোকে
যেটায় লেখা থাকবে আমার চরিত্রটা **ok.**
প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, সরকারী
এখন বউয়ের চেয়েও বেশি দরকারী ।

কেমন করে পটাও তুমি? আমি তোমার ভ্রমর!
তোমায় নিয়া ফিলিম দেখা এইটাই শেষ, **No more.**
টাইটানিকের কাটতে টিকিট বেঁইকা গেছে কোমর ।

তুমি হলে এক টাকা, আমি তার সিকি
মনে পড়ে, যেই আসে 'ছ্যাঁকা বার্ষিকী' ।

রোমেন রায়হান

সব জ্যোতিষী হাতটা দেখে এই ফতোয়া দিয়াছে
'হাতের রেখায় পরকীয়া', আমার করার কি আছে?

ক্রিকেটের স্পন্সর তামার ছেলেরা

এবং কিছু প্রশ্ন ?

আজিজুল আবেদীন

• বয়স্ক ক্রিকেটাররা রান পায়না - কারণ তারা তাদের সেরা সময় পিছনে ফেলে এসেছে। তরুন ছেলেরা রান পায়না - তাদের আরও এক্সপোজার প্রয়োজন। -

<u>তো কে খেলবে? কোন বয়সি খেলোয়াররা?</u>

• নিজেদের মাঠে ভাল খেলতে পারেনা -কারণ দর্শকদের প্রত্যাশার অনেক চাপ। দেশের বাইরে খেলতে পারেনা - কারণ আবহাওয়া ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন। -

<u>তো খেলবে কোন মাঠে?</u>

• দেশি কোচরা টেকনিকালী বিশ্বমানের না। বিদেশি কোচরা বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের বোঝে না । -

<u>তো কোচিং দেবে কারা?</u>

• ক্রিকেটাররা স্টাম্পের ভিতরের বল খেলেনা বোল্ড হবার ভয়ে। বাইরের বল খেলেনা কট্ বিহাইন্ডের ভয়ে। -

<u>তো খেলবে কোন বল?</u>

• রান তুলতে গেলে দ্রুত উইকেট পরে যায়। উইকেট ধরে রাখতে গেলে রান হয় না। -

<u>তো রান আসবে কোথেকে?</u>

• এতদিন বাংলাদেশের ব্যাটিং ছিল ভাল, ফিল্ডিং ও বোলিং ছিল নিম্ন মানের। এখন দেখছি বোলাররা ভাল করছে কিন্তু ব্যাট্সম্যানরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী খেলতে পারছেনা । -

<u>এক সাথে দুটো দিক কি কোন দিনই ভাল হবে না ?</u>

• প্লেয়াররা বিগ হিট্ নেয় না কারণ বোল্ড বা ক্যাচ আউট হবার ভয়ে। সর্ট রান নেয়না রান আউট হবার ভয়ে।

<u>তো রান নেবে কি ভাবে?</u>

মরালঃ

তারপরও কি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা ও টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া উচিৎ?

ইদানিং সাম্প্রতিক রাজনীতি বা পরিবেশগত কারনে নতুন কিছু পেশা বা শব্দের উদ্ভব হয়েছে। যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এই ফিচারের প্রস্তাবনা...

নতুন পেশা

কাজি তাপস

হরতাল প্রতিরোধকারীঃ

আগে যারা হরতালের ডাক দিত তাদের ভয়ে আমাদের পেটের ভাত চাল হয়ে যেত ইদানিং হরতাল প্রতিরোধের ডাক দেয় যারা তাদের ভয়ে পেটের সেই চাল পুনরায় ভাততো ভাত...খিচুরীতে রুপান্তরিত হতে দেরী হয় না। কেননা তাদের হাতে শোভা পায় এ.কে ৪৭ বা নাইন শুটারের মত হালকা পাতলা অস্ত্র! এবং তাদের হাক-ডাকে হরতালের উপর হরতাল ডাবল হরতাল হয়ে যায়... ।

নকল সরবরাহকারীঃ

আগেও পরীক্ষায় নকল সরবরাহ অব্যাহত ছিল তবে কিছুটা রেখে-ঢেকে কিন্তু ইদানিং তা ' প্রাতিষ্ঠানিক রুপ' পেয়েছে। এই সরবরাহকারীরা সদম্ভে 'নকল সুযোগ নয় অধিকার ' শ্লোগান দিয়ে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্র্যাটের তোয়াক্কা না করে দিব্যি নকল সরবরাহ করতে শুরু করেছে...(যার জোগান দিতে নাভিশ্বাস উঠেছে ফটোস্ট্যাট ওয়ালাদের)কাজেই এই পেশার যথাযথ মূল্যায়নের সময় উপস্থিত ।

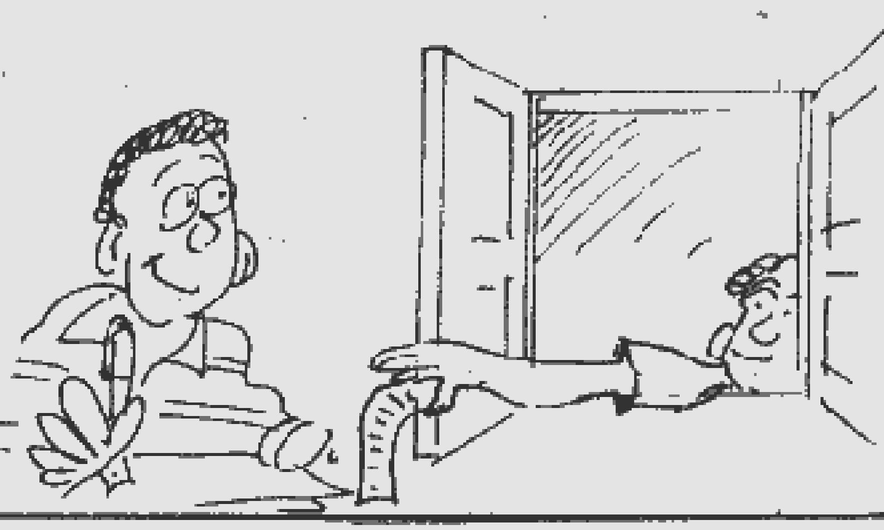

পাকিস্তানসাপোর্টকারীঃ

পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সাপোর্ট করা দিয়ে শুরু ক্রমে ঈদে পাকিস্তানী লেহাঙ্গা, পাকিস্তানী জুস ইত্যাদীর মাধ্যমে নগ্নভাবে পাকিস্তান প্রীতির এক নতুন শ্রেনীর উদ্ভব ঘটতে শুরু -

মই মানেই উপরে উঠার সিড়ি!
প্রতিকি অর্থে সেই সিড়ি দিয়ে
কেউ সঠিকভাবে উঠতে
পারে কেউ পারেনা...?
এই ফিচারে তাই দেখানো
হল কার কেমন সিড়ি...!!

আজিজুল আবেদীন

যার যেমন মই

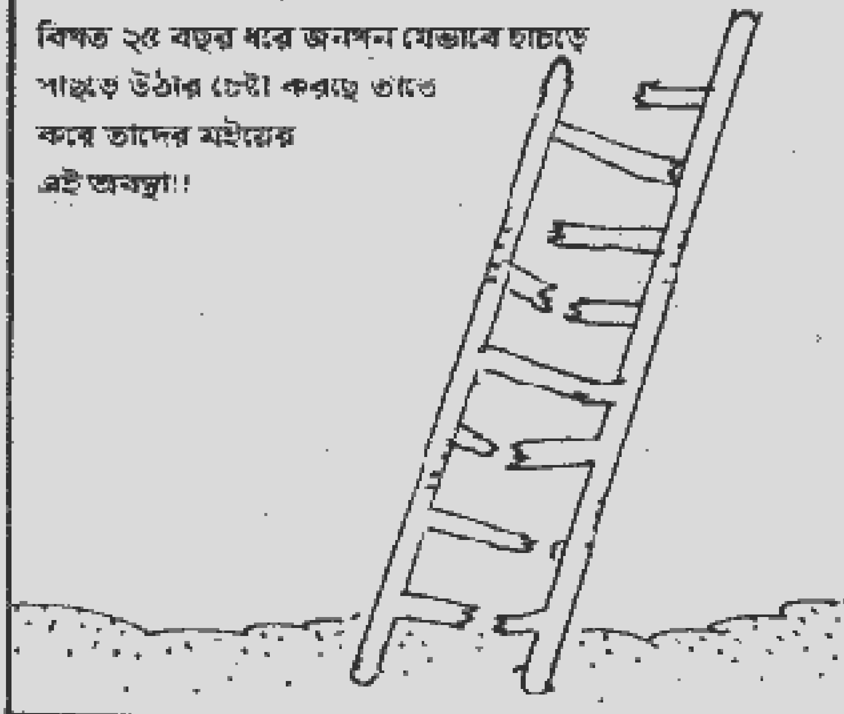

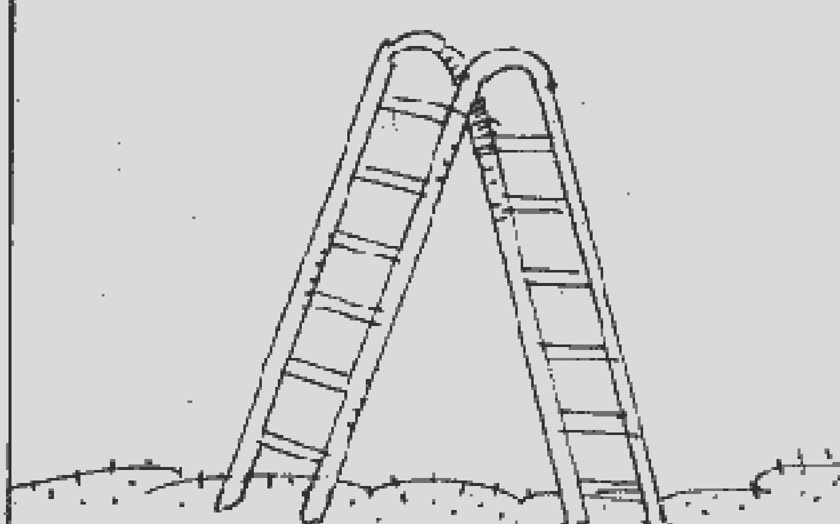

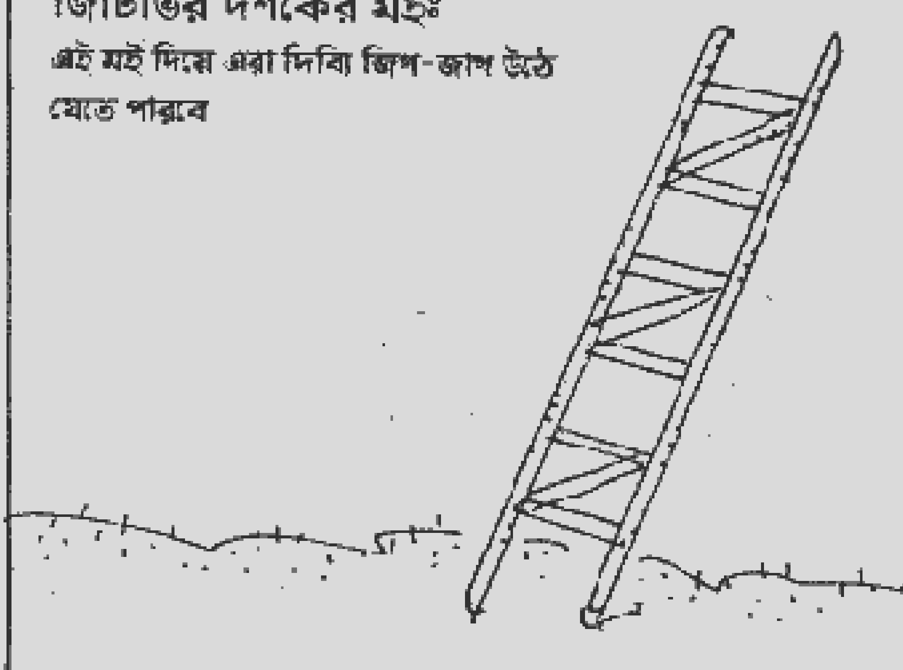

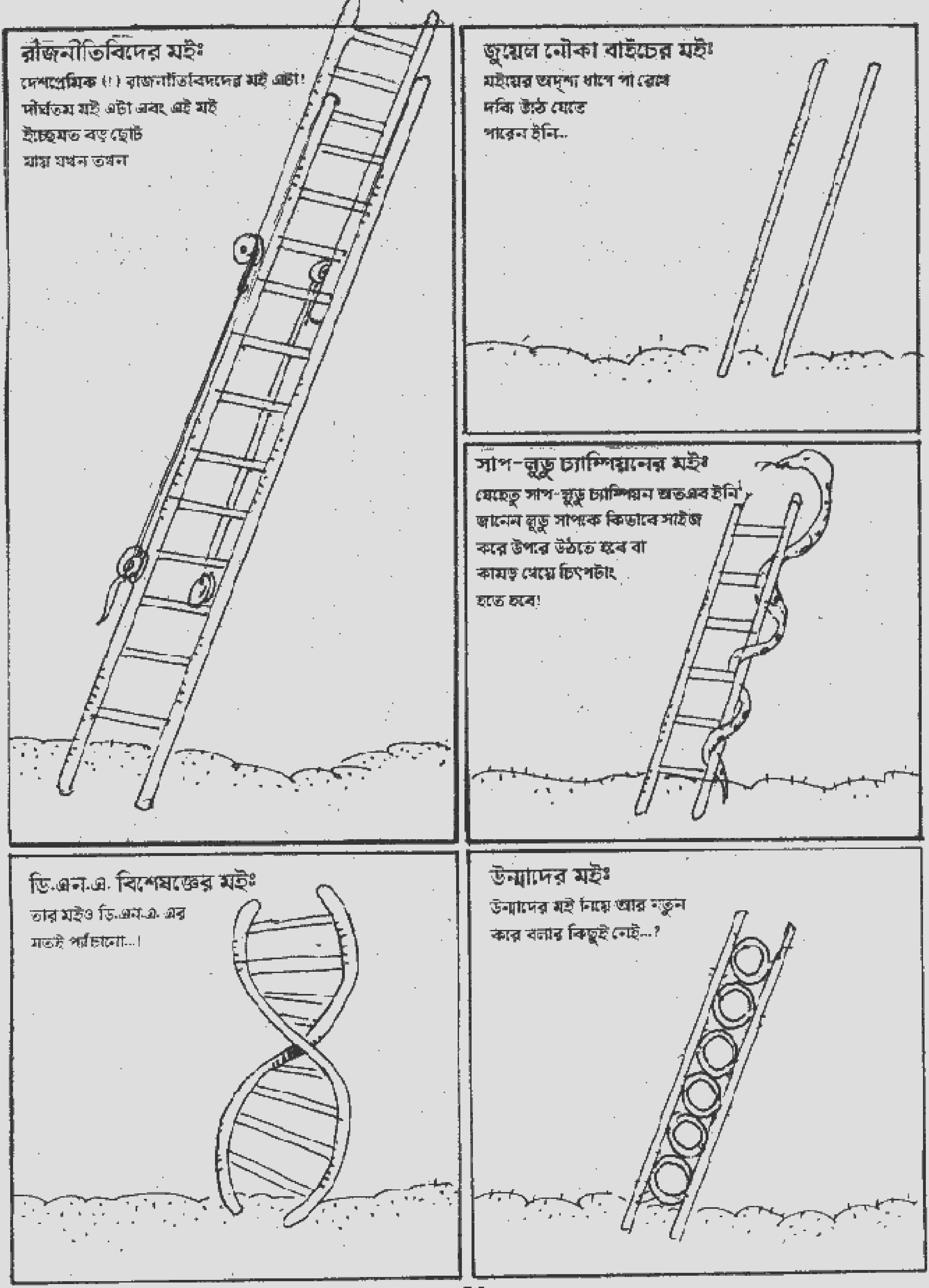

রাজনীতিবিদের মইঃ
দেশপ্রেমিক (!) রাজনীতিবিদদের মই এটা!
দীর্ঘতম মই এটা এবং এই মই
ইচ্ছেমত বড় ছোট
যায় যখন তখন
জুয়েল নৌকা বাইচের মইঃ
মইয়ের অদৃশ্য ধাপে পা রেখে
দিব্যি উঠে যেতে
পারেন ইনি...
সাপ-লুডু চ্যাম্পিয়নের মইঃ
যেহেতু সাপ-লুডু চ্যাম্পিয়ন অতএব ইনি
জানেন লুডু সাপকে কিভাবে সাইজ
করে উপরে উঠতে হবে বা
কামড় খেয়ে চিৎপটাং
হতে হবে!
ডি.এন.এ. বিশেষজ্ঞের মইঃ
তার মইও ডি.এন.এ. এর
মতই প্যাঁচানো...।
উন্মাদের মইঃ
উন্মাদের মই নিয়ে আর নতুন
করে বলার কিছুই নেই...?

পাওয়ার ফুল গার্ল (স্ক্রু লুজ)

ফারলিন

বহুদিনের পর্যবেক্ষনে সিদ্ধান্তে এসেছি যে, উন্মাদ পত্রিকা অফিসে সক্রিয় কোন মহিলা উন্মাদ নেই তাই ঝিগাতলার স্কুহীনা সুমী সক্রিয় হবার আগেই আমি, ইয়ে মানে চান্স নিলাম আর কি? ইনশাআল্লাহ্! (ভক্তি সহকারে) আমার মত গুনী পাওয়ারফুল (কারণ আমার খালা, মামার সংখ্যা বেশি), উন্মাদের চেষ্টায় উন্মাদ অফিসের টয়লেট, এক রিং এক স্লাব থেকে উন্নতি পেয়ে টাইলস বসানো হাই কমোডে পরিনত হবে! আমার বিশাল নেটওয়ার্কের পাল্লায় পড়ে উন্মাদের প্রচার ও প্রসার নিঃসন্দেহে বেড়ে যাবে। কারণ?। কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হইল:

প্রথমত:

জনদুষনে আমার নানার বিশেষ সুখ্যাতি (!) ছিল আমার খালা মামার সংখ্যা তাই একটু বেশি, কত বেশি তা বলব না শত হলেও মান সন্মানের ব্যাপার। আভাস দিচ্ছি, নানী যখনই কোন গল্প বলেন (মানে ইতিহাস) তখন বলবেন, 'যখন সেই ঘটনা ঘটে ছিল তখন অমুক আমার পেটে !' মানে খালাদের জন্ম তারিখ তার কাছে ক্যালেন্ডারের মত। আসল কথায় আসা যাক খালারা - ভাগ্নীরা মানে মেয়েরা মানে আমরা একটু বেশি কথা বলি। এটা মাতৃদত্ত ক্ষমতা। বুঝতেই পারছেন স্বাভাবিক ভাবেই আমার খালাদের কথার কোন স্টেশন নেই। তাই যখন আমার লেখা উন্মাদে ছাপা হবে তখন আমার খালাকুল তাদের নিজ নিজ ফ্লাটের পাশের বাড়ির মহিলার মাথা ছিঁড়ে খাবেন। 'কি সালমা ভাবী শুনেছেন আমার ভাগ্নির লেখা অমুক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।'

'ওমা তাই নাকি? কই দেখি!'

'পত্রিকা তো আমার কাছে নেই আপনি ইন্টারকমে দারোয়ান মকবুলকে বলে দেন যেন একটা উন্মাদ নিয়ে আসে।'

'আচ্ছা, 'সেই মতই বলা হয় মকবুল কে, মকবুল পত্রিকা কিনে আসতে আসতে মনে মনে বলে, 'শালা কি এক পত্রিকা হইছে, দাতঁ ভ্যাটকাইয়া রইছে, আইজকা এই ধইরা চাইরবার কিনলাম। হগল ফ্লাটেই এই পত্রিকা কিনতে কয়।' এটা হচ্ছে আমার খালাদের ম্যাজিক!

দ্বিতীয়ত:

আপনাদের সবার বাসায়ই কাজের বুয়া আছে মানে, কম বেশি সবাই কাজের বুয়ার উপর নির্ভরশীল। সাধারনত: পুরানো কাগজ, লোহা লক্কড় আর খালি বোতল বিক্রির টাকা তারাই গ্রহন করে থাকে। প্রতিমাসে বাজে মোটা কাগজে তৈরি উন্মাদ কিনিয়া আমি আমার কাজের বুয়াকে এই পত্রিকার সুফল বুঝিয়ে দিব, যাতে ঘরে ঘরে অসহোযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে সব বাসার বুয়াগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবাইকে উন্মাদ কিনতে বলে এবং পরবর্তীতে তা বেচে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে। লংটার্মের এই প্রোসেসের ফল হিসাবে ইনশাআল্লাহ্!! সকল ঠোঙায় উন্মাদের আইডিয়া খুঁজে পাওয়া যাবে।

কাজের বুয়া - কাগজের ক্রেতা - ঠোঙার কাগজ সাপ্লাইয়ার - ঠোঙা - উন্মাদের সম্পাদক / উন্মাদগন।

তৃতীয়ত :

আমার লেখা ছাপা উন্মাদ পত্রিকাটি (ইনশাআল্লাহ্!, লেখা আমার ছাপা হবেই) যখন যত্ন সহকারে আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে স্কুলে গিয়া চাপা ছাড়ব তখন কি ঘটনা ঘটবে তা বিস্তারিত ভাবে লিখছি।

প্রথমে, (পত্রিকার নাম গোপন করে) স্যারের সামনে গিয়ে বলব, 'স্যার আমার লেখা পত্রিকায় ছেপেছে।' স্যার তখন খুব অল্প কথায় (!) লেকচার দেবেন যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পত্রিকা পড়া উচিৎ এবং সকল বন্ধুবান্ধবীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে বৎসরের শুরুতে এই অসামান্য (!) কৃতিত্বের জন্য ক্লাস ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিবেন। তারপর সবাই চেপে ধরবে, 'তোরা কোন পত্রিকা রাখিস?' আমি হেভি মুড মেরে বলব, 'ক্লাস চলাকালীন সময় কথা বললে নাম লিখে রাখব কিন্তু।' পরে, টিফিন টাইমে একজন করে গোপনে ডেকে নিয়ে বলব,

'শোন দোস্ত শুধু তোরে বললাম আর কাউকে বলব না , তুই তো আমার খুব ভাল ফ্রেন্ড তো তুই কাউরে বলবি না, সে বলবে, 'দোস্ত তুই খুব ভাল এইবার নামটা বল।' আমি তখন সযতনে উন্মাদ পত্রিকাটি বের করে ওকে দেখিয়ে বলব, 'দেখ, বড়ই সৌন্দর্য্য! পড়ে দেখ হেস্তী হাসির (আঙ্গুলে ক্রস দিয়ে) সেই তুলনায় দাম অনেক কম মাত্র...।' এই রূপ হেনতেন বলে আমি উন্মাদের প্রচার সংখ্যা দ্বিগুন করব।

স্কুল বাসে জ্যামে পড়লে, অলস ভাবে বসে না থেকে উন্মাদ পড়ার গন আন্দোলন করব।

স্কুল বাসে জ্যামে পড়লে, অলস ভাবে বসে না থেকে উন্মাদ পড়ার গন আন্দোলন করব।

চতুর্থতঃ

যখন দেখব এত সত্বেও কাজ হচ্ছে না, তখন আমি উন্মাদ অফিসে হুমায়ুন ফরিদীকে, উন্মাদ পরিহিত অবস্থায় নিয়ে গিয়ে উন্মাদের সম্পাদকের পাশে বসাইয়া দিব এবং তাহাকে হিতংকর তত্ত্ব শুনাইব। তাহা শুনিয়া চমৎকার সব আইডিয়া সম্পাদকের মাথা হইতে শীতের শুকনো পাতার মত ঝরো পড়বে। এরূপরেও যদি কাজ না হয় তা হলে বুঝব আমার থেকে সুমার নেতৃত্ব কেড়ে নেবার সময় এসে গেছে। সম্পাদক যদি আমার হাতে নেতৃত্ব দিয়ে দেন তবে দেখবেন উন্মাদ বাংলাদেশের মত !!!উন্নাতির জোয়ারে ভাসছে।

যদি না দেন তবেও অসুবিধা নেই, আমরা মিছিল করে, 'স্বৈরাচারীর স্বায়ত্বশাসন মানিনা মানবো না' শ্লোগান দিয়ে উন্মাদ কেড়ে নিয়ে উন্নতির জোয়ারে ভাসিয়ে ভাসিয়ে বন্যা বইয়ে দেব ইনশাআল্লাহ্। একবার আপসকারী একবার আপোসহীনা হয়ে যাব আর সম্পাদককে বদনা হাতে পাঠিয়ে দেব। তিনি গাইবেন আজ... সবাই গেছে বনে যাব না...যাবনা...যাব না গো যাবনারে তবুও কাজ হবেনা? আমি জোর করে বনে পাঠিয়ে দেব, মাঝে মাঝে ই-মেইল করে আইডিয়া নেব। এই গন আন্দোলনের ঠেলায় বাংলাদেশের মত উন্মাদের সুনামও ! !) বৃদ্ধি পাবে। সবাই ভাববে, দেখি এতে কি আছে, আর এই কৌতুহলের ফাঁদে পড়ে লেজ কাটা শিয়ালের মত অন্যদের লেজ কাটতে সক্রিয় হবে। সবাই দেখবে উন্মাদের বিক্রি বেড়ে গেছে। সেই সুবাদে দাম উন্মাদের দাম বাড়িয়ে দেব, আঙ্গুল ফুলে বটগাছ হয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ্!

আমার লেখায় ইনশাআল্লাহ্‌র ব্যাপকতা দেখে ভাববেনা আমার পাওয়ার কম, লেখা না ছাপালে আমি তসলিমা আন্টির কাছে বলে দেব। তিনি এসে এমন টাইট দেবেন যে সম্পাদক সহ সকল পাগলা স্ক্রু খুলে উনার হাতে দিয়ে দেবে। সবশেষে, এক কথাই বলব ফারলিন জিন্দাবাদ! উন্মাদ দীর্ঘজীবী হোক!!

মিনি ফিচার

কোরবানী ঈদ চলে গেছে কিন্তু রয়ে গেছে তার স্মৃতি...

কোরবানীর স্মৃতি!!

○ বাড়ির সাদা দেয়ালে রক্তাক্ত পাঞ্জার ছবি

○ রান্না ঘরে চুলার উপর গোস্তের মালা

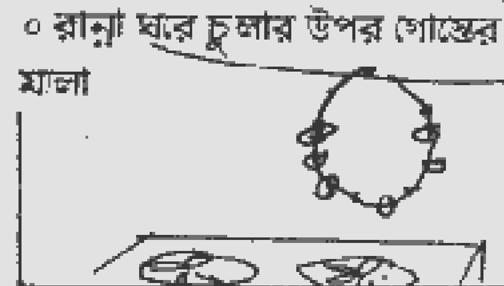

○ পরিবারের কমই ছেলের কেনি আঙ্গুলের মহা প্রয়ান

○ পাঞ্জাবীতে রক্তের চিকন চিহ্ন

○ হরিণের খুলির পাশে গরুর খুলির শোভা বৃদ্ধি

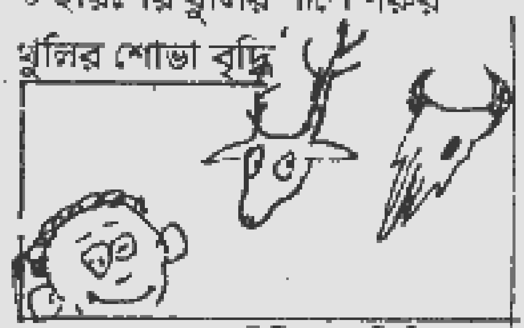

○ ঘরের জলচৌকি বা পিঁড়িতে কোপের দাগ

ওবায়দুল গনি চন্দন

বিদেশে (অবশ্য আমাদের দেশেও আজকাল নিশ্চয়ই অনেকে ব্যবহার করছে) অনেকেই ওয়াটার বেড ব্যবহার করে থাকে এবারের বিদেশী কার্টুন বিভাগে ওয়াটার বেড বা পানির বিছানার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কয়েকটি কার্টুন দেয়া হল দেখুন ভাল লাগে কিনা...!

ওয়াটার বেড

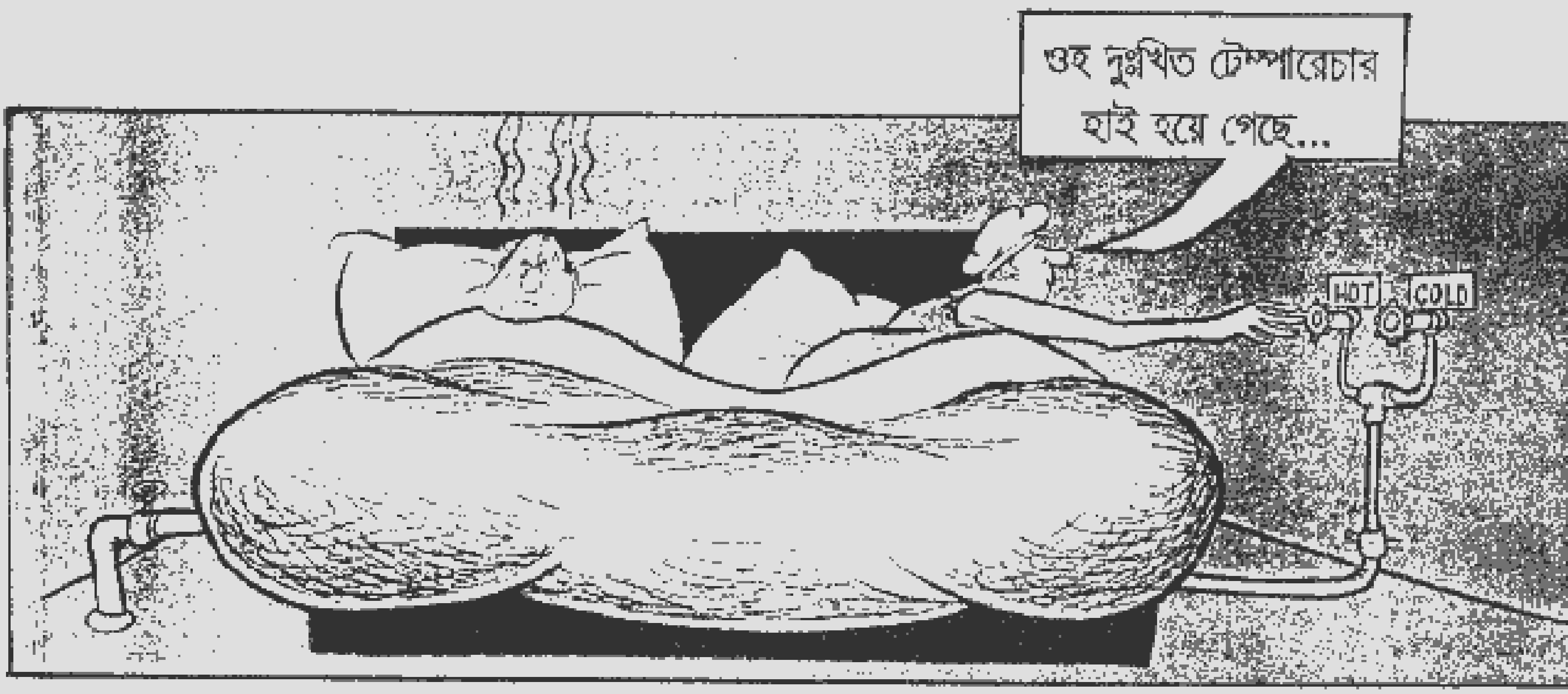

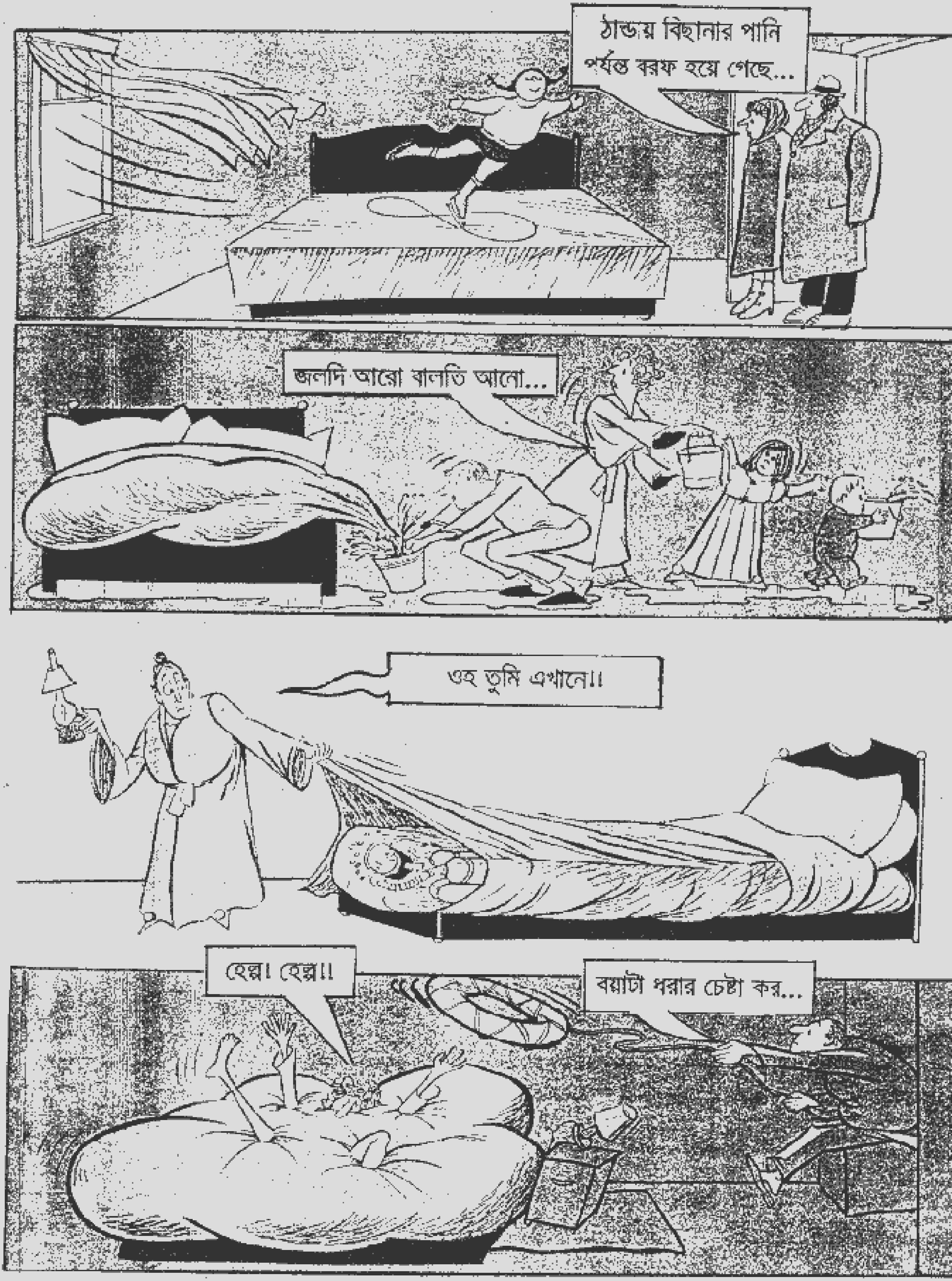
ঠান্ডায় বিছানার পানি পর্যন্ত বরফ হয়ে গেছে...
জলদি আরো বালতি আনো...
ওহ তুমি এখানে!!
হেল্প! হেল্প!!
বয়াটা ধরার চেষ্টা কর...

পাঠকরা ক্রমাগতই উন্মাদীয় সমস্যা পাঠাচ্ছেন আমরাও সাধ্যমত তার সমাধান দিয়ে চলেছি। তবে আবারো সাবধান করছি এসব সমস্যা কিন্তু সবই শ্রেফ উন্মাদীয়ই...!

উন্মাদীয় সমস্যা

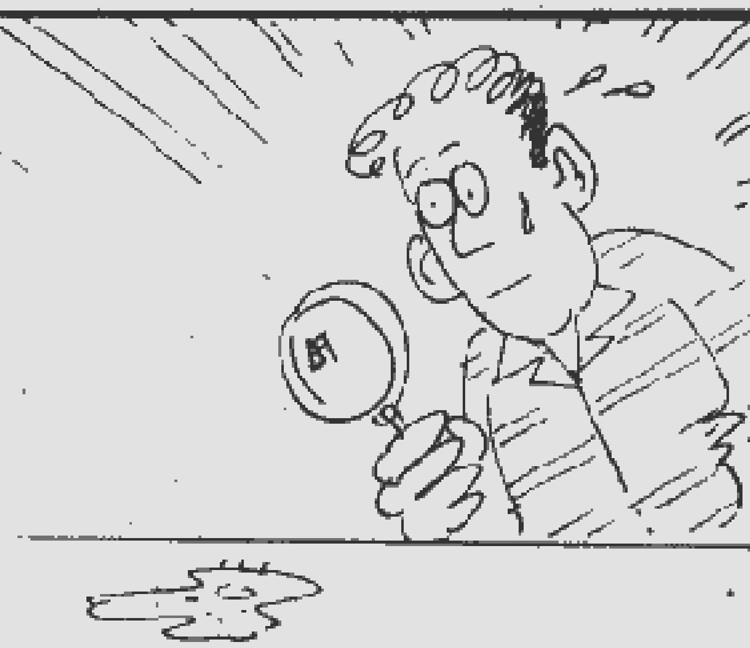

এমরান
চিড়িয়াখানা রোড
মিরপুর, ঢাকা

আমার গলা জিরাফের মত লম্বা হচ্ছিল বলে আপনার পরামর্শে চিড়িয়াখানায় গিয়ে নিয়মিত জলহস্তি দেখি এতে আমার গলা এখন ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং জলহস্তির মতই শরীরও ক্রমেই স্ফিত হয়ে উঠছে...এখন কি করি?

০ আপনার শরীরতো দেখছি অ্যামিবার মত সদা পরিবর্তন শীল...এক কাজ করুন অ্যামিবাই পর্যবেক্ষন করুন নিয়মিত তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে।

অপু রায়হান
রহমান নগর
বগুরা

আমাদের এখানে গত দুই মাসে ৩০টি খুন হয়েছে (সরকারী হিসাবে) তারমানে প্রতি দুই দিনে একটি খুন...এখন কথা হচ্ছে আমি আপনাকে বগুড়ায় আমন্ত্রন জানাচ্ছি, দুই দিনের জন্য আসবেন কি?

০ আসতে পারি যদি খুনের গ্যারান্টিটা আপনি দেন...কি রাজি?

ফিরোজ
কাঠহাটি
নওঁগা, রাজশাহী

আপনাদের আইডিয়ার আজকাল যে অবস্থা, তাই ভাবলাম আপনার জন্য কিছু স্প্যাশাল 'গুবলা ' নিয়ে ঢাকা আসি। কিন্তু পরিবহন ধর্মঘটের কারনে আসতে পারিনি, বিধায় নিজেই

সব শুকনা সাবার করেছি । এখন আমার মাথায় গিজ গিজ করছে আইডিয়া। আইডিয়ার অত্যাচারে ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না, কি করি বলবেন কি?

০ এক কাজ করুন নওগাঁ থেকে আপনার সম্পাদনায় নওগাবাসীর জন্য নতুন আঙ্গিকে নাওগীয় উন্মাদ বের করুন তখন দেখবেন কত ধানে কত চুটা...

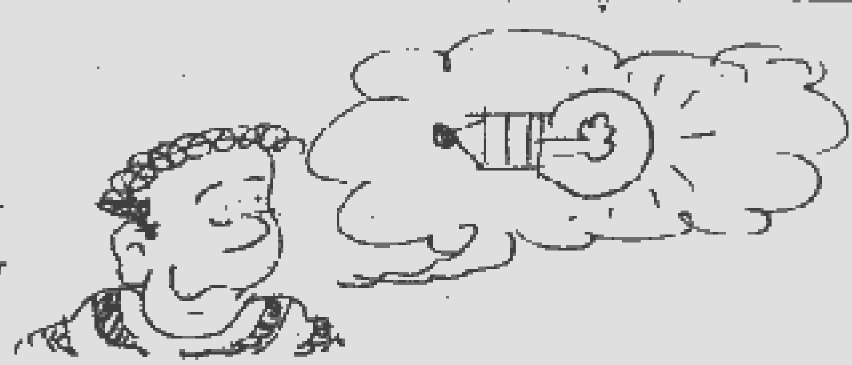

আকাশ

বনগ্রাম রোড

ঢাকা

গত বই মেলায় আমি একটি কবিতার বই বের করেছি । কিন্তু দুঃখের কথা আর কি বলবো এক কপিও বিক্রি হয় নি এমনকি এক কপি চুরিও হয় নি...এখন আমি কি করি এত গুলো কবিতার বই নিয়ে, যদি একটা পরামর্শ দিতেন...

০ চুরিও হয় নি ?...তাহলে এক কাজ করুন কবিতার বইগুলো সব গাটি বেধে নাইট কোচে করে চট্টগ্রাম বা রাজশাহী রওনা দিন...দেখবেন পথে ঠিক যাত্রীবেশী ডাকাতরা হামলা করে আপনার সব কবিতার বই ডাকাতি করে নিয়ে যাবে অন্য কিছু ভেবে... ।

রাজন

সাহেব বাজার

রাজশাহী

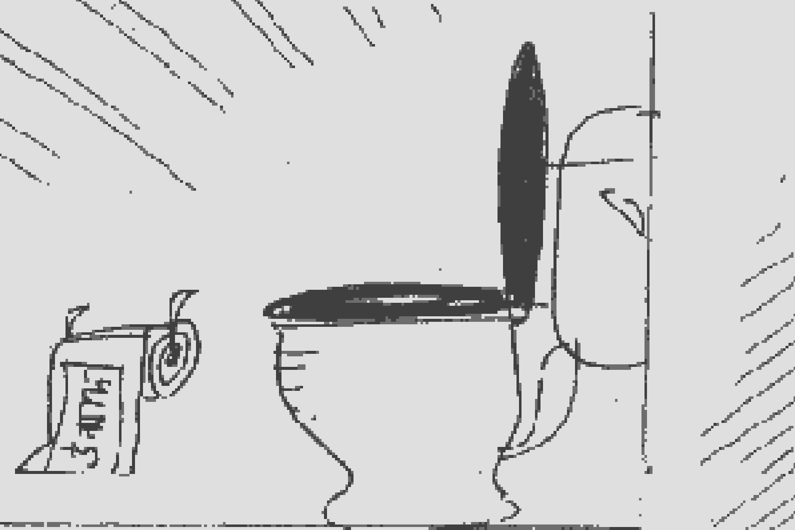

প্রতিবারই আমি বাসায় একটা উন্মাদ কিনে আনি। এসে দেখি আমার বোনও একটা উন্মাদ কিনে এনেছে। এখন একই বাসায় দুটা উন্মাদ দিয়ে আমরা কি করবো? বলবেন কি?

০ কেন এর পরথেকে বাসায় টয়লেট পেপার কেনা বাদ দিন...তাহলেইতো অতিরিক্ত উন্মাদের একটা গতি হয়ে গেল। (অবশ্য এক উন্মাদে যদি আপনাদের চলে)

প্রিন্স

আজম পুর , উত্তরা

ঢাকা

আমি খুব লম্বা এবং প্রতিদিনই আমি আরো লম্বা হচ্ছি। অনেকের ধারনা আমি নাকি প্রতিদিনই এক ইঞ্চি করে লম্বা হচ্ছি। এতে অবশ্য একদিক দিয়ে সুবিধেই হচ্ছে উপরের ফ্রেশ অক্সিজেন পাচ্ছি কিন্তু অন্য দিক দিয়ে অসুবিধে হচ্ছে লো ফ্লাইং ট্রেনিং প্লেনগুলোর চাকা মাঝে মধ্যেই আমার মাথায় টক্কর লেগে যায়। কি করি একটা বুদ্ধি দেন না উন্মাদ ভাই...

০ হাটু দিয়ে হাটার প্র্যাকটিস করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরিদর্শন
ভূতের সন্ধানে
আহসান হাবীব
আজ আমরা বেড়িয়েছি প্রকৃত ভূত পরিদর্শনে,ঢাকা শহরে এত হাউ-কাউয়ের মধ্যে ভূত কোথায়? তারপরও দেখা যাক না ভূত পাওয়া যায় কিনা...প্রথমেই একটা ছাপা খানার সামনে...
আচ্ছা ভাই আপনাদের এখানে ছাপাখানার ভূত আছে না তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই...
ছাপাখানার ভূত ? ও আচ্ছা ঐ ভূত তো এখন আপনার পত্রিকার প্রতি পাতায় তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে...
কইরে একটা উন্মাদ আনতো...
এ্যাঁ আমি যাই...আমার পত্রিকাতো দেশের বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা...
এরই উন্মাদ বাই নি,আঁই মোতাব্বিরের কাব্ব...আন্নে বুলে ভূত বিছরাইতে আছেন--তয় আন্নের এককান হাছা কথা কই, আঁর লগে এককান জ্বিন আছে...আন্নেরে কি কমু মোতাব্বিরের উপর খোন আঁর মন উডি গেছে হেতে আর টিয়া মারি শেষ করি দিছে...
হের লাই এককান জ্বিন লগে লইছি হেতে লাল ছা বানায়... বড় সৌন্দর্য...খাইবেন নি? এরই জ্বিন বাজি এক কাপ লাল ছা...দুধ কম
গোস্তাকি মাফ করবেন চায়ে চিনি শর্ট আছে...

এখন একটি পোড়ো বাড়ির সামনে. শুনেছি এখানে ১২ ভূতের বাস...আচ্ছা ভাই ১২ ভূতের কারো সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?
ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি...
আর কি কমু আপনেরে এখানে বিরাট জমিদার বাড়ি ছিল ১২ ভূতে লুটে পুটে খেয়ে কই গেছে কামনে কমু?
মাই গড একজন আত্মহত্যা করেছে...তার ভূত বেরুচ্ছে...
ভা-ভাই ভূত এখন কেমন বোধ করছেন?
হালকা লাগছে...
কেন মরলেন?
কি আর বলবো ভাই পরীক্ষায় সেমিনার পেপার ছিল 'নাগরিক জীবনে ভূত' শালার একটা ভূত পেলাম না সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য...তাই নিজেই ভূত হয়ে নিজের সাক্ষাৎকার নিব ঠিক করেছি
কি আঙ্কেল এই বয়সে এসব কি?
কি করবোরে ভাই ঘাড়ে ভূত চাপছে
খুব রোমান্টিক ভূত মনে হচ্ছে?
আরে একটা সত্যি ভূত দেখছি...আপনাকে কিলাচ্ছে...
ভাই ডিজিটাল ফোন নিয়ে সুখে ছিলাম মোবাইল কিনে এখন ভূতের কিল খাচ্ছি...খাইতে কাটে যাইতে কাটে...

নাহ ভূত পরিদর্শনে বেড়িয়ে কোন প্রকৃত ভূত পেলাম না এটা ভাবতে গিয়ে এই জাতির ভূত ভবিষ্যত নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছি
চিঁন্তাঁর কাঁরঁণঁ নেঁইঁ আঁমি আঁয়াঁ পঁড়েঁছি
আপনি নাঁকি সুরে কথা বলছেন কেন?
কিঁ কঁরঁবোঁরেঁ ভাঁই চাঁকাঁর ধূঁলো, গাঁস, শীঁষাঁয় নাঁক সীঁল হঁয়া গেঁছে...জঁলঁদি ইঁন্টাঁরঁভ্যু নিঁয়েঁ নেঁন
মাফ করবেন আপনার সাক্ষাৎকার নেয়া মুশকিল কেননা আমাদের কম্পিউটারে এত চন্দ্রবিন্দু নেই...
ওরে বাবা। স্কন্দ কাটা ভূতের সন্ধান পাওয়া গেছে...
আরে আমি স্কন্দ কাটা ভূত না মিনি বাস টেম্পু চড়তে চড়তে ঘাড় ডাউন হয়া গেছে...
সিডি রম! সিডি রম!!
কি ব্যাপার ভূতের মুখে রাম নাম শুনার কথা শুনেছি কিন্তু সিডি রম!
আরে ভাই কম্পুটার যুগের ভূত বুঝেন না
PHON BOOTH
আরে ধূৎ উন্মাদ ব্যাটার জন্য টেলিফোনবুথ থেকে কথা বলতে পারছি না. তখন থেকে ব্যাটা ভূত ভূত করছে...গেলি
কি শুনলাম টেলিফোন ভূত?
এটা আবার কি?
এই যে নেন আপনার ফোন ভূতের বিল ৯২০০০টাকা
অ্যাঁ??? পরিদর্শন এখানেই শেষ
বিল